CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 18 December 2021 ■ আগরতলা ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুক্তাঞ্চলের পথে ঐরাবত

সিপাহীজলা অভয়ারণ্য থেকে দুটি হাতিকে ট্রাকে করে মুঙ্গিয়াকামীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

ভিলেজ কমিটির ভোট দ্রুত সম্পন্ন করতে এডিসির বিশেষ অধিবেশনে আইন তৈরীর দাবীও উঠল

নির্বাচন সম্পন্ন না হলে কেন্দ্রের বরাদ্দ নিয়েও আশঙ্কা সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আজ এডিসি পরিচালিত ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য শাসক দলের মুখ্যসচেতক রবীন্দ্র দেববর্মা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব অধিবেশনে পেশ করেন। এই প্রস্তাবটি সভায় সর্ব সম্মতভাবে গৃহিত হয়েছে। এই প্রস্তাব উপর শাসক দলের রবীন্দ্র দেববর্মা, প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা, বিরোধী দলের নেতা হংসকুমার ত্রিপুরা ও বিমল চাকমা এবং রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য বিদ্যোৎ দেববর্মা আলোচনা করেন।

সভায় রবীন্দ্র দেববর্মা বলেন ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন না হলে আগামী অর্থ বছরে ১৫তম ফিনান্স কমিশন থেকে এডিসি প্রশাসন উন্নয়নের অর্থ পাবেনা। ভিলেজ কমিটির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করার জন্য এডিসি প্রশাসন থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার করোনা সহ আইন শৃঙ্খলার

অবনতির অজুহাত তুলে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করছে না। অথচ রাজ্য সরকার পরিচালিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পুর পরিষদ সহ সব কিছুর নির্বাচন পর্ব শেষ করে ফেলেছে। ভিলেজ কমিটি এলাকায় নির্বাচন না করে রাজ্য সরকার এডিসিতে উন্নয়ন কাজ ব্যহত করার কাজে লিপ্ত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শাসক দলের সদস্য প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা বলেন এডিসি এলাকার আইন শৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে রয়েছে। এডিসি এলাকায় বিভিন্ন কাজে একাংশ ঘোলা জলে শিকার করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন আজ থেকে এক বছর আগে ঘুমুলুঙ এলাকার আইন শৃঙ্খলা নষ্টর কাজে যে দায়িত্বে ছিল। সেই গতকালকের খুমুলুঙ এলাকার আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা কাজে সেই জড়িত রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন আমরা সকলে মিলে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিক চিহ্ন ছাড়া নির্বাচন করতে প্রস্তাব করি। প্রতিক চিহ্ন ছাড়া নির্বাচন হলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে চিহ্ন ছাড়া নির্বাচন হয়ে থাকে। জনজাতিদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ করতে অধিবেশনে উপস্থিত সকল দলের সদস্য সদস্যাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিরোধীদল নেতা হংসকুমার ত্রিপুরা বলেন এডিসি এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজবে কান না দিতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক/অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস ও ফাজিল থিওলজি পরীক্ষা এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

আজ ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ল্যাঙ্গুয়েজ-১ তথা বাংলা, হিন্দি, ককবরক ও মিজো ভাষার পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি মহল থেকে কিছু বিভ্রান্তিকর, অসত্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এই তিনদিনের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নরূপ- ৯৭.৬, ৯৮.৭ এবং ৯৭.৯।

এই ব্যাপারে পর্ষদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের আবেদন করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সমস্ত অসত্য প্রচারে কর্ণপাত না করেন এবং কোনো ধরণের গুজবে কান না দেন। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান এর পরীক্ষা চলছে। বুধবার শুরু হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক এবং বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা

রাস্তার বেহাল অবস্থা প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। তিন দফা দাবির ভিত্তিতে ছামনু বনকুমারী এলাকায় চারঘন্টা রাস্তা অবরোধ। অবশেষে প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ মুক্ত করা হয়। ছামনুব্লকের অধীন প্রতন্ত্য এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থ। রাস্তাঘাটের বেহাল অবসার কারনে গাড়ি যাতায়াতের সাথে মনুষ্য চলাচলের অনুপযোগী। যার ফলে শুক্রবার সকাল থেকে ছামনু বনকুমারী এলাকায় চার পাঁচ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করেন।

এরপর খবর পেয়ে লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক,ব্লকের বিডিও,পুর্তদপ্তরের এস,ডি,ও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।একমাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধকারীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেন।যেসব দাবি দাওয়া নিয়ে অবরোধ করা হয় তা হল।ছামনু হইতে অরুনদা রোয়াজা পাড়ার বেহাল রাস্তা,২৩কিমি থালছড়া ভায়া হারিয়ামনি রাস্তা সংস্কার করা,প্রত্যন্তএলাকায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা ,প্রত্যন্তএলাকায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা।

এই পথ অবরোধে নেতৃত্ব দেন,টি;ওয়াইএফ,এর পক্ষে সচিদানন্দত্রিপুরা,উমাকান্তত্রিপুরা,কমলাচরন ত্রিপুরা,ব্লক কমিটির পক্ষে তরুসেন,হলেন্দ্র ত্রিপুরা,জেলা কমিটিরসদস্য রতনজয় ত্রিপুরা,দেহেন্দ্র ত্রিপুরা।একমাসের মধ্যে এ কাজ শেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৎসঙ্গ আশ্রমের প্রয়াত আচার্যদেব অশোক রঞ্জন চক্রবর্তীর শেষকৃত্য সম্পন্ন

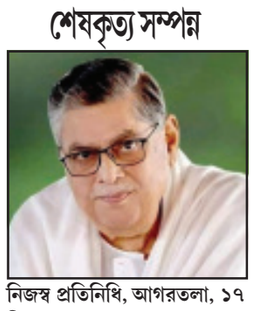

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সৎসঙ্গের প্রধান প্রয়াত আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী অশোক রঞ্জন চক্রবর্তীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের। শ্যামপুরস্থিত আশ্রমে তাঁর শেষকৃত্য হয়েছে। লক্ষাধিক শিষ্য শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। প্রয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্কদ্বতী চক্রবর্তী মুখাগ্নি দিয়েছেন। সৎসঙ্গের প্রধান অশোক রঞ্জন চক্রবর্তী 'বড়দা' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শিষ্যদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন।

গত দুই মাস যাবৎ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাঁর অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে শ্যামাপুর, দক্ষিন দুর্গাপুর সৎসঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গনে। পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমে ১৯৩৬ সালে ২১ অক্টোবর তাঁর জন্ম। পড়াশুনা করেন দেওঘর ও কলকাতায়। কিছু দিন তিনি ডাক্তারী পড়েছেন, পরে এলএলবি করেন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, একাধারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত ব্যাংক ধর্মঘট, বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আরো বড় ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হবে বলে হুশিয়ারী দেন আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ব্যাংক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ এবং সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাংক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনেও তাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংক ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্র ব্যাংকের শাখা গুলিতে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাংক-র যাবতীয় কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এটিএম পরিষেবা গুলিও স্তব্ধ। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সাধারণ ভোক্তারা। বিশেষ করে ব্যবসায়ী এবং জরুরী প্রয়োজনে যারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে বা জমা দিতে চান তাদের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে। ব্যাংক বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে যে সংশোধনী বিল আনা হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘিলাতলী বাজারে দিনদুপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পাঁচটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুর থানা এলাকার পশ্চিম গিলাতলী পঞ্চায়েতের দাছুড়া গ্রামীণ বাজারে আগুন। ক্ষতি পাঁচটি দোকানের। মাথায় হাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর।শুক্রবার অপরাহ্নে কল্যাণপুর থানাধীন দাউ ছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথমে পথ চলতি মানুষ ওই বাজারের জনৈক কাপড় ব্যবসায়ী রাই হরণ দেব নাথের দোকান থেকে ধোয়া বেরুতে দেখেন।

এর পর মুহূর্তেই ওই ব্যক্তির কাপড়ের দোকান গ্রাস করে সাংঘাতিক আগুন। তার প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। কল্যাণপুর দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনা স্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সময় মতো দমকলের গাড়ি না এলে আগুন আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধরতো বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত। এই অগ্নিকান্ডে রাই হরণ ছাড়াও ক্ষতি হয় সঞ্জয় দেবনাথ আর স্বপন নাথের সেলাই এর দোকান। এছাড়াও ক্ষতি হয় ললিত দাসের কাপড়ের দোকান এবং অমৃত ভৌমিক এর দোকান। যদিও এদের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে নি। দমকলের জলের তোড়ে এদের অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে দমকল কর্মীদের ধারণা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন ছাড়া নির্বাচনে প্রস্তাব প্রদ্যুতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন ছাড়া নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করলেন ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের(টিটিএএডিসি) সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। আজ এডিসি-র বিশেষ অধিবেশনে তিনি ওই প্রস্তাব এনেছেন। তাঁর কথায়, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হবে। এ-বিষয়ে তিনি বিরোধীদের সহযোগিতা চেয়েছেন। তাতে, রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা সহজেই প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

তাঁর মতে, সবকিছুতেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংঘাতের পেছনে অন্যতম কারণ। সেক্ষেত্রে, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, উত্তর প্রদেশ, রাজস্তান, মহারাষ্ট্রে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

তাঁর কথায়, রাজনৈতিক প্রতিক চিহ্ন মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরী করছে। ফলে, নির্বাচনকে ঘিরে সংঘাত লেগেই থাকে। তিনি জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্যদের কাছে এ-বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা সম্মতি দিলে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিক চিহ্ন ছাড়াই সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, এভাবে সম্পুর্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন সম্ভব হবে। তাঁর কথায়, ৫৮৭টি ভিলেজ কাউন্সিল রয়েছে যার মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, কোভিডের প্রকোপের জেরে নির্বাচন সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি।

ফের বাইক দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ফের রাজ্যে বাইক দুর্ঘটনায় দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত গোকুলনগর ভূঁইয়ারমাথা এলাকায়।

আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে ভূঁইয়ার মাথা এলাকায় পথদুর্ঘটনায় এক যুবক ও এক যুবতী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জাতীয় সড়কে দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়েন এক যুবক ও এক যুবতী। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে আহত যুবক-যুবতীকে উদ্ধার করে। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় দমকল কর্মীদের। তারা ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত যুবক-যুবতীকে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। আহত যুবকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালী ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী পঁচিশ বছরের পরিকল্পনার পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ আমলের ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাযুজ্য রেখে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রসাশনিক ব্যবস্থায় সরলীকরণে জোর দিয়েছেন তিনি। তাতে, সরকারী সুবিধা কম সময়ে অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে জোর গলায় দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত, ত্রিপুরায় আগামী ২৫ বছরের দীশা নির্ধারণ এবং রূপায়নের কর্মপন্থা নির্ণয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ২০৪৭ সালে ত্রিপুরাকে সেই দীশায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরলীকরণে বিশেষ জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ প্রজ্ঞা ভবনে ভিশন ২০৪৭ শীর্ষক সূচক নিয়ে দুই দিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এদিন সীপার্ডের ডিজি শ্রীরাম তরুনিকান্ত বলেন, সারা দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে আজাদী কা অমৃত মহোতব পালন করছে। সেই উতবে সামিল হয়েছে ত্রিপুরাও। তবে, স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে ত্রিপুরা কোথায় পৌছাবে তার রূপরেখা তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাই, ভিশন ২০৪৭ ডকুমেন্ট আনতে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে সেই ডকুমেন্ট প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতায় ২৫ বছর বাদে ত্রিপুরাকে কোথায় পৌঁছানো সম্ভব হবে তার রূপরেখা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞা ভবনে ভিশন ২০৪৭ শীর্ষক সূচক নিয়ে দুই দিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

তিনি বলেন, ছয়টি ক্ষেত্রকে বাছাই করা হয়েছে। বিভিন্ন দফতর সে মোতাবেক প্রস্তাব দেবে। সেই প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনা করে চূড়ান্তরূপরেখা তৈরী হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক, সামাজিক, বানিজ্য ও বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং লজিস্টিকস, পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন এবং শাসন ব্যবস্থা এই ছয়টি ক্ষেত্র নিয়েই আগামী ২৫ বছরের ভিশন ডকুমেন্ট তৈরী করবে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তাই নয়, তা বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা অভয়ারণ্য থেকে মধু ও মতি নামের দুই হাতি গেল মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৭ ডিসেম্বর।। বিশালগড় মহাকুমার সিপাহীজলা অভয়ারণ্য থেকে মতি ও মধু দুটি হাতি নিয়ে যাওয়া হল তেলিয়ামুরার মুঙ্গিয়াকামিতে। নব নির্মিত এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্য চারটি হাতি ছিল শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে হাতি গুলিকে সিপাহীজলা থেকে খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকাল থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছিল সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে এই হাতি গুলি কে নিয়ে যাওয়ার সময় বনদপ্তর এর বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।, দুইটি লরিতে করে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ধরে লরিতে তোলার আগে হাতি গুলির চারটিকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে গাড়িতে তুলেন। অনেকটা সময় নেয় গাড়িতে হাতি গুলি তোলার জন্য।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজ্য বনদপ্তর কর্তৃক হাতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য তেলিয়ামুরার মুঙ্গিয়াকামিতে তৈরি করা হয়েছে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হাতি গুলিকে সংরক্ষণ করে রাখা এবং পর্যটকরা যেন দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দফায় সিপাহীজলায় সংরক্ষিত চারটি হাতির মধ্যে থেকে মতি ও মধু নামের দুটি হাতিকে মুঙ্গিয়াকামিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ডঃ আর. কে শ্যামল জানান, মঙ্গিয়াকামীতে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে হাতি গুলোকে রাখা হবে।

উল্লেখ্য ২০০৫ সালে উদয়পুর বনদপ্তর উদ্ধার করে সিপাহীজলা অভয়ারন্যে পাঠিয়েছিল মধুকে এবং ২০০৭ সালে মতি কে আনা হয়েছিল কৈলাশহর থেকে। দীর্ঘদিন যাবৎ মতিও মধুকে লালন পালন করা হয় সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে। শুক্রবার মধু ও মতিকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় ভারাক্রান্ত মনে তাদের বিদায় জানায় অভয়ারণ্যের কর্মীরা। আপাতত সিপাহীজলা অভয়ারন্যে কিশোর ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৭৩ ▫ ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২ পৌষ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ব্যাংক বেসরকারিকরণ

ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বামপন্থার হাওয়া। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনী এনে সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত হইয়াছে সমাজতন্ত্র। সবটাই করা হইয়াছিল ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থে। আর আজ, ৫২ বছর বাদে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের ঋতু। এখনও সবটাই নাকি করা হইতেছে ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণে। অন্তত ভারত সরকার তাই দাবি করিতেছে। কিন্তু,জনগণ এমন অবুঝ, যে এই কল্যাণকে গ্রহণ করিতে পারিতছেন না। অবিশ্বাস করিতেছে সরকারের পদক্ষেপে। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ''ব্যাঙ্ক আমানত বিমা' সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে আমানতকারীদের ভীতি দূর করিতে বড়সড় আশ্বাস দিতে হইল। বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কোনও কারণে ব্যাঙ্ক যদি গ্রাহকের টাকা ফেরত না দিতে পারে, তাহা হইলেও সবার আমানত সুরক্ষিত। আইন সংস্কারের ফলেই এটা সম্ভব হইয়াছে। তিনি বোঝাইতে চান, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ার পরিস্থিতি হইলেও ৯০ দিনের মধ্যে বিমার টাকা ফেরত পান, সেটাই নিশ্চিত করিয়াছে সরকার। আইন বদলের কারণেই এটা সম্ভব হইয়াছে। সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবিত্তর সঞ্চয়। তাই মোদী দাবি করিয়াছেন, ''আইন সংস্কার করিয়া আমরা ব্যাঙ্ক ও আমানতকারী উভয়কেই রক্ষা করিয়াছি। সরকার ৯৮.১ শতাংশ গ্রাহকের টাকাই সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে বিমার মাধ্যমে। গ্রাহকদের মোট ৭৬ লাখ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিমা সুরক্ষার আওতায় আসিয়াছে।''

এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাঙ্ক এবং গ্রাহক উভয়কেই নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ অনুসরণ করিয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলোকে নিন্দামন্দ করিয়াছে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অর্থাৎ গুজরাতে ছিলেন তখনই নাকি, ব্যাঙ্কের টাকা ফেরতের ঊর্ধসীমা ১ লাখ থেকে বাড়াইয়া ৫ লাখ করার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু,নয়াদিল্লির সরকার তখন তাঁহার কথায় কান দেয়নি। মোদী বেশ গর্বের সঙ্গে আমাদের জানাইয়াছেন, ''যে কারণে দেশের মানুষ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।'' প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ''ব্যাঙ্কগুলি হইল অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং আমানতকারীরা ব্যাঙ্কগুলির সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।''

আসলে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িত বলিয়াই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে সব বেসরকারি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন দিয়া বাঁধা হয়, তৈরি করা হয় ব্যাঙ্ক রেগুলেটিং অ্যাক্ট। ব্যাঙ্ক যাহাতে কোনওভাবেই ফেল না করে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি পরিচালনগত ত্রুটিতে কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ডুবিলেও যাহাতে গ্রাহকের আমানত সুরক্ষিত থাকে তাই গ্রাহকের ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ফেরত দেওয়ার নিয়ম চালু হয়। মনে রাখা দরকার টাকার মূল্যে ১৯৬৯ সালের ১লাখ টাকা মানে আজকের দরে ১ কোটি টাকার কম নয়। অর্থাৎ তখনকার কোনও সাধারণ আমানতকারীর কাছে ১ লাখ টাকা মানে ইনফাইনাইট। ফলে সাধারণের বোঝাপড়ার মধ্যে ছিল ব্যাঙ্ক ডুবিলেও টাকা মার যাইবে না। আজ সেই আস্থাটাই আর মানুষের মধ্যে নাই। বিশেষ করিয়া বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চোকসিরা ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক লুটে বিদেশে চম্পট দেওয়ার পর। এই অসৎ ব্যবসায়ীরা সাধারণের টাকা লুটিয়া নিলেও বা লুটেপুটে পালাইলেও কোনও এক অলীক বন্ধনের খাতিরে সরকার তাঁহাদের নাম জানাইতে দেয় না। এমনকী, দিল্লি হাইকোর্টের হুকুমের পরেও এখনও ঋণখেলাপিদের তালিকা সরকার প্রকাশ করেনি। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি একের পর এক ফেল করিতে থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ব্যাঙ্কপিছু জমা অর্থের পরিমাণ ঠিক রাখিতে সরকার সব ব্যাঙ্ক জুড়েটুড়ে কোনওমতে সামাল দেয়। তাতেও না কুলোতে এবার ব্যাঙ্ক বেচে দেওয়ার ডাক দিচ্ছে সরকার। প্রো-কর্পোরেট কৃষি আইন ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হওয়া সরকার তাই মরিয়া হইয়া সংসদে আনিতে চলিয়াছে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ বিল। অথচ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পাঁচ দশকে ভারতে ব্যাঙ্ক আমানতের মোট পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বৃদ্ধি বেশ দ্রুত গতিতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংক বেসরকারিকরণ এবং সংশোধনী বিল উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশজুড়ে দু''দিনব্যাপী যে ধর্মঘট পালিত হইয়াছে তাহা সমাজের সকল অংশের মানুষজনকে রীতিমতো শিহরণ জাগাইয়াছে।দেশের ব্যাংক কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যে আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন সেই আন্দোলনের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের যথেষ্ট সমর্থন রহিয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

ওমিক্রনের বিরুদ্ধে কার্যকর নয় টিকা, এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি : লব আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকা কার্যকর নয়, এমন কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দেশবাসীকে অভয় দিয়ে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে লব আগরওয়াল জানিয়েছেন, ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকা যে কার্যকর নয় এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, ওমিক্রন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য এখনও নেই। অযথা আতঙ্কিত না হতেই বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল জানালেন, ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকা যে কার্যকর নয়, এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি।' এদিকে, ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন রূপে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। শুক্রবার পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১০১-এ পৌঁছেছে, মোট ১১টি রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র, সেখানে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ৩২ জন, দিল্লিতে ২২ জন, রাজস্থানে ১৭ জন, কর্ণাটকে ৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৮ জন, গুজরাটে ৫ জন, কেরলে ৫ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, চণ্ডীগড়ে একজন, তামিলনাড়ুতে একজন ও পশ্চিমবঙ্গে একজন।

জাপানের ওসাকায় বাণিজ্যিক ভবনে বিধ্বংসী আগুন, মৃত্যু কমপক্ষে ২৭ জনের

টোকিও, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): জাপানের ওসাকা শহরের একটি বাণিজ্যিক বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ২৭ জন। শুক্রবার সকালে ওসাকা শহরের একটি বাণিজ্যিক ভবনে অবস্থিত মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকে ভয়াবহ আগুন লাগে। বাণিজ্যিক ভবনের চার-তলায় সকাল ১০.১৮ মিনিট নাগাদ প্রথমে আগুন দেখা যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ৭০টি ইঞ্জিন। চার-তলার ক্লিনিকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি সাধারণ চিকিৎসা প্রদান করা হত। আগুনে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওসাকা দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগুনে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৭ জনের। একজনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার পরই গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র— 'বন্দেমাতরম্' থেকে 'জনগণমন'

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

সময়টা ১৯৭৩। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এতটাই তীব্র হল যে, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িতাকে টেনে আনা হল। এই বিরোধ আরও তীব্র হল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন শ্রী ও পদ্ম নিয়ে। স্মরণে রাখা দরকার ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম্ গানটি সুর সংযোগ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এই গানটি অত্যাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তারপর থেকে এতকাল এটি কংগ্রেসের সভাসমিতিতে গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এই সঙ্গীতটিকে উপলক্ষ করে খুবই বিতর্ক উঠল—এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া যাবে কিনা। মুসলমানদের মূল বক্তব্য এই যে, এই গানে সুস্পষ্টভাবে হিন্দু পৌত্তলিক দেবী দুর্গার স্তব আছে (যথা-ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী ইত্যাদি) দ্বিতীয়ত এই গান বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত মুসলিম বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই কারণেই এটি জাতীয় সঙ্গীত হতে পারেনা। অপরপক্ষে বাঙালি হিন্দুদের মূল বক্তব্য হল এই যে, 'বন্দে মাতরম্' যনি ও গানটি অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সারা ভারতবর্ষে জুড়ে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছে এবং এরই জন্য সহস্র সহস্র মানুষ এতকাল কারা বরণ ও দুঃখ নির্যাতন ভোগ করেছে। এ গান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এই গানটিই ভারতের জাতীয় সহগীত হিসাবে মর্যাদা পাবার অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের প্রথম অংশটি সুর সংযোজন করে কলকাতা কংগ্রেসে (১৮৯৬) গেয়েছিলেন সত্যি কথা। কিন্তু সমগ্র এই গানটির অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনদিনই তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি, একথা কবি স্বয়ং নিজের মুখেই বলেছেন। বিশেষতঃ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ও রাজনৈতিক শ্লোগানকে তিনি যে কিছুতেই অন্তরের সাথে মেনে নিতে পারছিলেন না-একথা তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিতে না হলেও চিঠিপত্রে বহুবার উল্লেখ করেছেন। আমেরিকা থেকে একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন-আমার বাণীর পথরোধ করবে এমন সাধ্য কারও নেই। সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।..... পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভবও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জানছি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেছে। চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ড পরবর্তীকালে কবি প্রথম চৌধুরিকে এক পত্রে লিখলেন, ১৮ই কর্তিক ১৩২৮ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে, সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর। যদি তা করি তাহলে কত্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দোমাতরম্। তাদের গড় করে আমাকে আজ বলছে হচ্ছে—আমার বন্দোমাতরম্ ভুলিয়েছেন ঐ তিনি। আমি দেশচাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে। কিন্তু দুর্ভোগ্যক্রমে ভুগোলের প্রতিমার পাণ্ডার শুধু পাণ্ড নয় তারা গুণ্ডা-অতএব মার খেতে হবে। তাই সই মার সুরু হয়েছে।

মারার ভয়ে চাদ সদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল সেইখানে তার গাল রয়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না আমার শিব সকল জগতের কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্ছে গর্ত ভিতরে। সেই গর্তের মধ্যে আর কোনোদিন দেবতা খুঁজবে না। বুঝতে পেরেছি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেছি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্, আমি আর কথা কইব না। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড এমনকি 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগান বা ধ্বনিকেও তিনি আন্তরিক সমর্থন করতে পারেন নি। কবি তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বাণী দেন তাতে তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর পরিবর্তে 'বন্দে ভ্রাতরম্ শ্লোগান গ্রহণ করার আবেদন জানান দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ এমন আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কলকাতা ওয়ার্কিং কমিটিরও এ আই সি সি-র অধিবেশনে এই জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয়দাবাদী পত্র পত্রিকাতেই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালালেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি কলকাতার উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন কিন্তু তখনই তিনি সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না। সুভাষচন্দ্র তখন

কার্সিয়াঙে। কিছুদিন আগে তিনি ডালহাউসি থেকে কলকাতায় ফিরে ৭ই অক্টোবর সবই শুনলেন। কিন্তু তখনই এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না। ৯ই অক্টোবর তিনি কর্সিয়াঙে যান। এই সময় তিনি কবিকে এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত লিখে জানাবার অনুরোধ জানান। কবি তাঁর জবাবে সুভাষচন্দ্রকে লেখেন। সুহৃদ্বর, বন্দেমাতরম্ গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব একথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে সর্ত চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলা দেশের সঙ্গে দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভূজামূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। এবারের সূজা সংখ্যার বহু সাময়িক পত্রেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ গানের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছে-সহজেই দুর্গার স্তব রূপে একে গ্রহণ করেছে। আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হতেই পারে না। বাংলাদেশের একদম মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অহস্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আবদান নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে বস্তুতঃ এতে আমাদের পরাভব।

বন্দেমাতরম্ প্রবন্ধটি কৃষ্ণকৃপালানীর লেখা। বিশ্বভারতীয় কাগজে তিনি এটা প্রকাশ করবেন আমি জানতুম না। বিশ্বভারতীয় সঙ্গে এই আলোচনার কোনো যোগ নেই। এই নিয়ে জওহরলালকে তিনি পত্র লিখবেন এই কথা ছিল। এখন ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আছি-নিস্কৃত পাই নি, শরীরও যথোচিত কর্মক্ষম হয় নি। ইতি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনঃ বাঙালি হিন্দুরা এই আলোচনা নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটি একলা হিন্দুর মধ্যে বদ্ধ নয়। উভয় পক্ষেই ক্ষোভ যেখানে প্রবল সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় সাধনায় আমাদের শান্তি চাই, ঐক্য চাই শুভবুদ্ধি চাই-কোনো এক পক্ষের জিদকে দুর্দম করে হারজিতের অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই নে। পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রসদন-এ রক্ষিত আছে যাই হোক, পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দীর্ঘ তিনদিন আলোচনার পর এটাই সিদ্ধান্ত হয় যে, অতঃপত এই সঙ্গীতের প্রথম অংশটিই কংগ্রেসের সভা সমিতিতে গাওয়া হবে (২৮ অক্টোবর, ১৯৩৭)।

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রকে এটা কবির ব্যক্তিগত পত্র। সন্দেহ নেই কবির এই যুক্তি ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। কার্সিয়াঙে থাকার পর অক্টোবর সুভাষচন্দ্র দার্জিলিং মেলে কলকাতায় ফিরলেন। পরদিন ২৪ অক্টোবর সোমবার সকালে জওহরলাল ও কংগ্রেস সেক্রেটারি আচার্য কৃপালানী কলকাতায় এলেন। ঐদিনই অপরাহ্নে জওহরলাল বেলঘরিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'হিন্দু -মুসলমান সমস্যা ও 'বন্দেমাতরম্ সংগীত সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য, ওইদিনই ওয়াকিং কমিটির বৈছক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্বেই তাঁর সেক্রেটারি মারফৎ জওহরলালের কাছে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত বা বিবৃতিটি পাঠান। তাঁর যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বলা হয় (২৮ অক্টোবর, ১৯৩৭)।

ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, অতীতের স্মৃতি সুদীর্ঘকালব্যাপী আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের ইতিহাস এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যাপক ব্যবহার এই সঙ্গীতের প্রথম দুইটি কলিকে প্রাণবান ও আমাদের জাতীয় অন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছে সুতরাং এই দুইটি কলি আমাদের সম্রম ও সমাজের বস্তু। এই দুইটি কলিতে হারাও আপত্তি রবিবার কিছু নাই। সঙ্গীতের অবশিষ্টাংশ অনেকেই জানেন না এবং প্রায় কখনও গান করা হয় না। উহাতে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ধর্মবিষয়ক এমন ভাব বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্য সম্প্রদায়ের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যহীন।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। মুসলমান বন্ধুদের আপত্তি যতদূর যুক্তিসংগত, তাহা মানিয়া লইয়া ওয়াকিং কমিটি এই অভিযোগ প্রকাশ করিতেছে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। মুসলমান বন্ধুদের আপত্তি যতদূর যুক্তিসংগত, তাহা মানিয়া লইয়াও ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিযোগ প্রকাশ করিতেছে যে আমাদের জাতীয় আন্দোলন সুস্পষ্টরূপে গ্রহণের পূর্বে এই সঙ্গীত যে একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছিল, সেই কথাটা জাতীয় আন্দোলনে এই সঙ্গীতের ব্যবহারের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছেন যে, জাতীয় সভা সমিতিতে যখনই এই সঙ্গীত গান করা হইবে তখনই যেন শুধু প্রথম দুটি কলি গান করা হয়। তবে এই সঙ্গীতের উপরেও বা এই সঙ্গীতের পরিবর্তে অন্য কোনও নির্দোষ সঙ্গীত গান করিবার পূর্ণ স্বাধীনতাও উদ্যোক্তাগণের থাকিবে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ অক্টোবর ৩৭ তাছাড়া এই সিদ্ধান্তে জাতীয় সঙ্গীত সংকলনের জন্য নিম্নলিখিত চারজনকে নিয়ে একটি সাব কমিটি নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়। মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও আচার্য নরেন্দ্র দেব। আরও স্থির হয় এই সাব্ কমিটি এই বিষয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করবেন। পরদিন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কে কবির বিবৃতিটি প্রেসে দেওয়া হয়। কবির বিবৃতিটি ছিল 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবেগ্রহণ করা যায় কিনা দুঃখের বিষয় সেই সম্পর্কে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাকে ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সময় মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহার প্রথম প্যারাতে সুরু সংযজোনা করার সুযোগ আমারই প্রথম হইয়াছিল। তখনও এই সঙ্গীতের রচয়িতা জীবিত ছিলেন। কলিকাতায় আহুত একটি কংগ্রেসে আমিই প্রথম উহা গান করি। ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্যারাতে যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, উহাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমার চিত্র বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার ফলে আমার পক্ষে ঐ সহগীতের প্রথম প্যারাকে সমগ্র সঙ্গীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিংবা যে পুস্তকে উহা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোন ও অসুবিধা হয় না। আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে বঙ্কিমচন্দ্রে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যা তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় সঙ্গীত যদিও সমগ্র সঙ্গীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারা মাত্র, তথাপি উহা যে সর্বদা কেন সমগ্র সঙ্গীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে কিংবা যে ইতিহাসের সহিত দৈবক্রমে ইহা জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

শান্তিনিকেতনের শ্রীময়ীদের জগৎ

রিম্পি

এবারের শীতে পৌষমেলা হবে না। তবু বছর-শেষে বাইরের লোকজন হয়তো আসবেন শান্তিনিকেতনে, নিজেদের সাজিয়ে তুলতে। কিন্তু শান্তিনিকতনের সাজের ঘরানা ছিল, তা কি আদৌ আছে আর আগের মতো। গয়নাগাটি, পোশাকআশাকের অভিরুচি বদলেছে। শান্তিনিকেতনের মধ্যে এবং সংলগ্ন সোনাবুরির হাটে গেলে দেখতে পাই সেই বদল। যেন উলটো কোনও স্রোত লেগেছে রাঙামাটির বুকে। হাটকে বুঝি গিলে খাচ্ছে বাইরের বাজার। আমার যদি একটু পুরনো দিনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, তখন থেকেই গয়না মেয়েদের স্ত্রীধন। গয়নাকে বনেদিয়ানার অহংকারও বলা যায়। সেকালে অভিজাত বংশের মেয়েদের পাশাপাশি সম্পন্ন ঘরের মেয়েদেরও গয়না কিছু কম ছিল না। উৎসবের দিনে গঙ্গায় টিক, দড়িহার হাতে বাজু, চুড়ির গোছা, বালা কানে বারবৌলি, নাকে নথ ইত্যাদি গা-ভরা গয়না পরে পালকিতে চড়ে তারা গয়না পরে পলকিতে চড়ে তারা কুটুম্ববাড়ি যেত। সেকালের গয়না ছিল মূলত সোনা, রূপো, হিরো বা মুক্তো পাদ্মা বাসানো ধাতুর গয়না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বউরাও নিজেদের সাজিয়ে রাখতেন এসব ধাতুর গয়নায়। জানা যায়, দ্বারকনাথ, তাঁর বালিকা পুত্রবধূ সারদাকে হিরে পান্না বসানো গয়না ও খেলনা কিনে দিয়েছিলেন যার দাম ছিল লক্ষাধিক। গয়নার সঙ্গে সেকালিনীদের ভালবাসা বা

বনেদিয়ানার অহংকার যেমন আছে, তেমন জড়িয়ে আছে অসংখ্য স্মৃতি। সুখ-দুঃখের ঝলক সেসব স্মৃতিকথা কখনও ফুটে উঠেছে সেকালিনীদের ডায়েরিতে। কখনও বা তাদের স্বামী, কন্যা, পুত্রে স্মৃতিকথার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে গয়নার গল্প। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে গয়নার গল্প। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণের কথা। তাঁর স্ত্রী সুহাসিনী দেবীর অলংকার সম্পর্কে তিনি বলছেন, এই মোহর আর পান্নাটি দিয়ে একটি ব্রোচ করালুম আমাদের বিশ্বস্ত জহুরীকে দিয়ে। সেই পান্নটির চারিদিকে ছোট ছোট মুক্তো আর মোহরটি ঝুলছে পান্নাটির নীচে। ব্রোচটি অলকের মাকে দিলুম। তিনি প্রায়ই কাঁধের ওপর ব্যবহার করতেন সেটি বেশ লাগত।

গৃহকর্তারা মাঝে মাঝেই বাড়ির মেয়েদের গয়না গড়িয়ে দিতেন। গগনেন্দ্রনাথের মেজ মেয়ে পূর্ণিমা, তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন পিতা গগনেন্দ্রনাথ মেয়েদের গয়নার ডিজাইন আঁকতেন নিজের হাতে। তবে গয়নাকে সেক্যালিনীরা কেবলমাত্র নিজেদের সজ্জিত করার জন্যই ব্যবহার করেননি, কখনও ব্যবহার করেছেন আর্থিক সংকটেও। যেমন শান্তিনিকেতনকে আর্থিক সংকট মুক্ত করতে মৃণালিনী দেবী তাঁর প্রায় সমস্ত গয়না রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর, আশ্রমের মেয়েদের সাজসজ্জার একটা সহজ ধরন গড়ে উঠতে দেখা যায়। কলকাতা ও শহরের ছোঁয়া লাগা নয় প্রকৃতির দান হিসাবে ফুল পাতার অলংকারকেই অঙ্গে ধারণ করতে শুরু করেন আশ্রমকন্যারা। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম ভাবনায় যেভাবে মানুষ ও প্রকৃতি মিশে আছে, ঠিক সেভাবেই প্রাকৃতিক অলংকারের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক বসন্তে ফুল গাঁথল। বসন্তোৎসবকে ফুলের আহ্বান গড়ে উঠেছিল সেখানে।

এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা, শান্তিনিকেতন তৈরির অনেক আগে থেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। অগ্রহায়ণ ১২৯২ বালক পত্রিকায় তিনি লেখেন শিউলিফুলের গাছ রচনাটি। সেখানে শিউলি গাছটি বলছে তার মনের কথা। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তার ফুল সর্বত্র বিচরণ করে। কখনও ছোট্ট মেয়েটি অহবেলায় একমুঠো কুড়িয়ে নিয়ে যায়। কখনও মাথায় গুঁজে নেয় দুটো ঝরা ফুল। প্রতিদিন সকালে এভাবে ঝরে পড়া নতুন ফুলের গন্ধ ঘুরে বেড়ায় জগৎময়। এখানে ফুল ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সহজ অথচ বৈচিত্রময় এমন এক গয়নার জগৎ তৈরি করতে যা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবে। ফুলের গয়নার বিশেষত্ব এখানেই। ফুলের গয়না প্রতিদিন নতুন থাকে, টাটকা থাকে। ধাতুর মতো তা মরা গয়না নয়। ধাতুর গয়না তো রোজ নতুন হয়ে ওঠে না। আশ্রম জীবনে প্রতিদিনের নতুন প্রাণের উচ্ছ্বাসই হল এই ফুলের গয়নার সারকথা। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা পরে রূপ পেয়েছিল শান্তিনিকেতনে। টাটাকা ফুলের সমর্পণের মধ্যে। যে নতুনকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আর কোনও ধাতুর মধ্যে পাননি। তিনি মনে করতেন, গাছের এই সহজ দান, তা হরণ করে নয়, তাকে ভালবেসে কুড়িয়ে নিয়ে গয়না করে পরার মধ্যেই প্রকৃতির প্রাণের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে আশ্রমে বসন্তোৎসবের সমারোহের বর্ণনায় লেখা হয়েছিল এইদিন সন্ধ্যাবেলায় গুরুদেব ছাত্রীদের লইয়া কলাভবনে গান করিয়াছিলেন। ছাত্রীরা সকলে বাসন্তী রঙ ছোপানো শাড়ী পরিয়াছিল, মাথায় সকলের ফুল গোঁজা ছিল। পূজনীয় গুরুদেব বাসন্তী রং-এর পোষাক পরিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৯)। শুধু ররীন্দ্রনাথ-ই নয়, তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও গুরুত্ব দিয়েছিলেন মেয়েদের শ্রীময়ী হয়ে ওঠায়। এ বিষয়ে নন্দলাল বসুর স্ত্রী সুধীরা বসুর অবদান ছিল অনেক খানি। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা হয় শুক্রবার । ছবি ঃ নিজস্ব।

ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি -র স্বীকৃতিতে মমতার টুইট

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের দেশের মধ্যে শীর্ষে বাংলা। এবার প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলার মুকুটে নতুন পালক। দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই সাফল্যে খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে ট্যুইটও করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর ইকোনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের রিপোর্টে রাজ্যকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ওই রিপোর্টে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫টি মানদণ্ডের নিরিখে করা হয়েছে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুসারে, জাতীয় র‍্যাঙ্কিং-এ ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি ও নিউমেরেসি সূচকে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা রয়েছে প্রথম স্থানে। বিহার রয়েছে নীচে। মমতা টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের জন্য দারুণ খবর! আমরা 'ফাউন্ডেশন লিটারেসি অ্যান্ড নিউমারেসি ইনডেক্স'-এ বৃহত্তর রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছি। আমি এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমাদের শিক্ষা বিভাগের সকল শিক্ষক, অভিভাবক এবং সদস্যদের অভিনন্দন জানাই!" বিষয়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বড় রাজ্য, ছোট রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারত। ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে কেরল। ঝাড়খণ্ড রয়েছে সবচেয়ে নীচে।প্রধানমন্ত্রীর ইকোনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরয় বলেন, ""শীর্ষে রয়েছে কেরল (৬৭.৯৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৫৮.৯৫)। লাক্ষ্মাদ্বীপ (৫২.৬৯) এবং মিজোরাম (৫১.৬৪) রয়েছে কেন্দ্র শাসিত ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে।

সিঙ্গুরে বিজেপি-র তিন দিনের ধর্না শেষে তৃণমূলের শুদ্ধিকরন কর্মসূচী

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিঙ্গুরে বিজেপি-র ধর্নামঞ্চ সহ আশপাশের এলাকায় শুক্রবার তৃণমূল শুদ্ধিকরন কর্মসূচী পালন করে। সিঙ্গুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গঙ্গাজল, গোবর দিয়ে পরিষ্কার করে কৃষি আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা।

লেবু, লঙ্কা ঝোলানো হয় এলাকায়। নেতৃত্বে ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না এববং তৃণমূলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এদিন সকাল থেকে চলে মাইকে প্রচার।

সিঙ্গুরে বিজেপি-র তিন দিনের ধর্না শেষ হয় বৃহস্পতিবার। তাতেই নাকি 'অপবিত্র' হয়েছে 'আন্দোলনের পুণ্যভূমি'। সে জন্য শুক্রবার সকালেই ধর্নামঞ্চের সংলগ্ন এলাকা 'শুদ্ধ' করল কৃষিজমি রক্ষা কমিটি। গোবর দিয়ে ধুয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ওই এলাকা 'শুদ্ধ' করা হয়। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে সিংহের ভেড়ি এলাকায় ধর্নায় বসেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। ওই জায়গাতেই মহিলারা এসে জড়ো হন গোবর জল এবং ঝাঁটা হাতে। সিঙ্গুরের গোপালনগর, বেড়াবেড়ি, খাসের ভেড়ি, সিংহের ভেড়ি, দলুইগাছা, বাজেমেলিয়ার মতো গ্রাম থেকে ওই মহিলারা এসেছিলেন। ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বও। শুদ্ধিকরণ করতে আসা স্থানীয় কৃষকরা বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তাতে এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক উপকৃত। চাষের জন্য যে অনুদান পাচ্ছি, তাও সারা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন।"

এই মুহূর্তে যদি কেউ বিজেপি-কে প্রতিরোধ করতে পারে, সেটা তৃণমূল : প্রচারে পরমব্রত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কট্টর বিজেপি-বিরোধী অবস্থান আগেই নিয়েছিলেন। শুক্রবার প্রকাশ্যে পুরভোটে তৃণমূলের প্রচারে অংশ নিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের পুর প্রচারে এবার পরমব্রতর সঙ্গে ছিলেন রাজ, সোহম, জুন। খোলা গাড়িতে ঝেড়ো প্রচার করেন শহরে। প্রকাশ্য মিছিলে কেন এলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পরমব্রত বলেন, "এই মুহূর্তে যদি কেউ বিজেপি-কে প্রতিরোধ করতে পারে, সেটা তৃণমূল। সারা দেশে যদি কেউবিজেপি-কে প্রতিরোধ করতে পারে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা উনি দেখিয়ে দিয়েছেন। কোনও সন্দেহ নেই। অরূপ বিশ্বাস আছেন আমার বাঁ দিকে। তাঁকে দাদা বলি। আর এই ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী তিনি সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। আমি মনে করি রাজনীতিতে নবীন প্রজন্মের আসা দরকার। আমি একসময় নেতাজীনগরে থাকতাম। অনেক দিন ছিলাম। এখানে কাজ করার একটা পরিসর আছে। সেখান থেকে সরাসরি রাজনীতির তাগিদে নয়, ব্যক্তিগত তাগিদে এখানে আসা।

Reference :- Case No. Crl. Misc 40 of 2020 & O/S dt.16/11/2021 arising out from Irani P.S GDE No.17 dt.04/11/2020 seizure U/S-102 Cr.P.C. Reg. auction.

এতদ্বারা জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৪/১১/২০২০ ইং তারিখ বি.এস.এফ সাতলং বিওপি মোট পাঁচটি গরু বর্ডার এ আটক করে ইরানি থানাতে প্রদান করেন যাহা ইরানি থানাতে পুনরায় U/S 102 Cr.P.C ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মাননীয় আদালতকে অবগত করে মাননীয় আদালতে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উক্ত আদালত এর আদেশ মতো এই ঘোষণাপত্র জারি করা হল, এই মর্মে যে মাননীয় আদালতের আদেশ মতে পাঁচটি গরুর নিলাম করা হবে আগামী ১৩/১২/২০২১ ইং তারিখ ইরানি থানায়। উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকলকে উক্ত তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় ইরানি থানায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গরুগুলির বর্ণনা ঃ-

মোট পাঁচটি গরু এর মধ্যে -

১. একটি লাল সাদা রং-এর গাভী যাহার শিং অনুমান ৪ ইঞ্চি।

২. মোট তিনটি লাল রং-এর বাছুর বয়স অনুমান তিন বৎসর।

৩. একটি কালো লাল রং-এর ডেকা বাছুর।

ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক,
স্বাঃ- অস্পষ্ট
ইরানি থানা, কৈলাসহর,
ঊনকোটি, ত্রিপুরা।
Dt. 06/12/2021

ICA-D-1469/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজ্যের বেসরকারি সংস্থা সমূহ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছে সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য যাহারা উপজাতিদের চিরাচরিত লোক নৃত্য ও লোক গীতি নিয়ে কাজ করছে। এই অনুদান চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, পোশাক ও নাচের সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পাওয়া যাবে।

এই সংক্রান্ত বিস্তারিত দপ্তরের Website www.trci.tripura.gov.in এ দেওয়া আছে যা ডাউনলোড করে এবং যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ ইং এর মধ্যে দপ্তরে ডাকযোগে, ই-মেল বা অফিসে এসে দপ্তরের বিবেচনার জন্য জমা দিতে হবে।

স্বাঃ- (আনন্দ হরি জমাতিয়া)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
লেইক চৌমুহনি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা
ই-মেল ঃ dir.trci-tr@gov.in

ICA-D-1472/2021-22

বড়দিনের ছুটিতে গোয়ায় ফের অভিষেক, যেতে পারেন ত্রিপুরাতেও

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বড়দিনের ছুটিতে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দিতে গোয়ায় যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অনুসরণ করেই বড়দিনের ছুটিতে তৃণমূলের হয়ে ওই রাজ্যে জনসংযোগে মন দেবেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী ২৬-২৮ ডিসেম্বর গোয়া সফরে যাবেন তিনি। বড়দিনের ছুটিতে গোয়ায় বিশেষ উৎসবের ফাঁকে সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা সারবেন তিনি। এর পরে তিনি যেতে পারেন ত্রিপুরাতেও। তৃণমূল সূত্রের খবর, ত্রিপুরায় দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম ছাড়াও জোড়াফুল শিবিরের যোগদান কর্মসূচিতেও উপস্থিত থাকতে পারেন অভিষেক। যদিও তাঁর ত্রিপুরা সফর এখনও চূড়ান্ত নয়।আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে গোয়া বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে ওই রাজ্যে তৃণমূলের জমি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসের গোড়ায় তিন দিনের গোয়া সফরে গিয়ে জনসভা থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক বা ওই রাজ্যের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গেও আলাপচারিতা সেরেছেন মমতা। ওই সফরে গিয়ে মমতার দাবি ছিল, গোয়ায় তিন দশকের বিজেপি শাসনের বিকল্প হতে পারে একমাত্র তৃণমূল এবং মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) জোট।

দক্ষিণ কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথযাত্রা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার প্রচারের শেষ বেলায় বালিগঞ্জ থেকে কালীঘাট পর্যন্ত পথযাত্রা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা আড়াইটে নাগাদ বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বার সয় মিছিল। হাজরা মোড় ছুঁয়ে যায় কালীঘাটে। মিছিলে ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য এবংদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি দেবাশিষ কুমার, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পুত্র তথা পুরভোটের অন্যতম প্রার্থী সৌরভ বসু প্রমুখ। বেলতলা রোড, চক্রবেড়িয়া, হরিশ মুখার্জি রোড ছুঁয়ে যায় মিছিল। দলের কয়েক হাজার সমর্থক সামিল হয় মিছিলে। তাদের হাতে ছিল দলীয় পতাকা এবং বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাকার্ড। বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে কালীঘাট ব্রিজের মুখে তৈরি মঞ্চের সামনে পৌঁছোয় মিছিল। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতায় বড়বাজার এবং সংলগ্ন অঞ্চলের সাতটি ওয়ার্ডে মিছিল করেন অভিষেক।

প্রচারে পালকি নিয়ে চমক মদন মিত্রর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের জন্য প্রচারের শেষদিন। সকাল থেকেই প্রচার শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তবে দুপুরে চমক দেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি এদিন কলকাতায় সদর পুরভবনের সামনে পালকি চড়ে আসেন। তাঁর জন্যই বহু বছর পরে আজ কলকাতা পুরসভার পার্কিং লটে আজ দেখা যায় পালকি। হাতে ফুটবল নিয়ে পালকিতে চড়েন মদন। পালকি নিয়ে আসার পর কলকাতা পুরসভার সামনে দাঁড়িয়ে মদন মিত্র বলেন, "শেষবার হয়তো ১৮০০ বা ১৯০০ সালে এসেছিল পালকি। সেটা ছিল রাজাবাহাদুরদের সময়। আবার এক রাজাবাহাদুর নরেন্দ্র মোদী এখন দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছেন। ওঁরা চড়বেন চপারে আর মানুষকে চড়তে হবে পালকিতে। কাঁধে টানা লোকগুলো নিয়ে যাবে। তাই আবার হয়তো ১০০ বছর পরে লেখা হবে, ২০২১-এর ১৭ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার গেটের সামনে এসেছিল পালকি। নিয়ে এসেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তবে এটা আমরা ফুটবলের মতো খেলে উড়িয়ে দেব। ১৪৪টি আসনই আমরা পাব।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় হাল্কা মেজাজেই আছে ভারতীয় দল, ছবি পোস্ট করল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবেন কোহলীরা। তার আগে ফের দক্ষিণ আফ্রিকা সফররত ভারতীয় দলের ছবি পোস্ট করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ছবিতে দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় দল হাল্কা মেজাজেই রয়েছে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে পৌঁছল বিরাট কোহলীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সে দিন রাতেই কোহলীদের বিমানবন্দরে নামার ছবি পোস্ট করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। শুক্রবার ভারতীয় দলের বিমানযাত্রার ভিডিও পোস্ট করল বিসিসিআই।তাতে আপাত ভাবে দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় দল হাল্কা মেজাজেই রয়েছে। দেখা যাচ্ছে ইশান্ত শর্মার সঙ্গে মজা করছেন কোহলী। রাহুল দ্রাবিড়, শ্রেয়স আয়ারকে বিমানে পাশাপাশি আসনে বসে হাসাহাসি করতে দেখা যাচ্ছে। শ্রেয়সের হাতে একটি বই রয়েছে। ভারতীয় দল যে রিসর্টে রয়েছে, সেখানে পৌঁছনোর পর দেখা যাচ্ছে শ্রেয়স বাজনার তালে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন। চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্ক রহাণে পাশাপাশি আসনে বসে রয়েছেন। তাঁদেরও হাসতে দেখা যাচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর আআইএসসি-র বাঙালী বিজ্ঞানী এবং তাঁর দুই সহকর্মীর বিশ্বসম্মান

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি, স.) : ২০২১-এর ইএমবিও গ্লোবাল ইনভেসটিগেটর নির্বাচিত হলেন বেঙ্গালুরুর আআইএসসি-র বাঙালী বিজ্ঞানী এবং তাঁর দুই সহকর্মী। ইএমবিও-র পুরো কথায় ইওরোপীয়ান মলিকুলার বায়োলজি অর্গানাইজেশন। শুক্রবার পিআইবি সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে, শ্রীমন্ত গায়েন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের মলিকিউলার রিপ্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগে কর্মরত। তাঁর গবেষণা গোষ্ঠীর লক্ষ্য ইঁদুর এবং মানুষের গড়ে ওঠার সময়ে জিনের 'এপিজেনেটিক' কাজকর্ম। তাঁর সামগ্রিক লক্ষ্য হল, ক) ক্যান্সার স্টেম সেল বায়োলজির প্রথম দিকের রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি যাতে ক্যান্সার প্যাথোজেনেসিসকে ভালভাবে বোঝা যায় এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, খ) এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ)-এর মাধ্যমে জন্ম হওয়া শিশুদের লিঙ্গ নির্ধারণে বৈষম্য রোখা যায় এবং আইভিএফ-এর সাফল্যের হার বাড়ানো যায় এবং গ) মানব আইপিএসসি-র মান বাড়ানো যায়। ইএমবিও-র সদস্য সংখ্যা ১৮০০র-ও বেশি শীর্ষস্থানীয় গবেষক। এই সংস্থার লক্ষ্য-ইউরোপ এবং অন্যত্র জীবন বিজ্ঞান ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার প্রসার ঘটানো। সংস্থার প্রধান লক্ষ্য - প্রতিভাশালী গবেষকদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তা করা, বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদানে উৎসাহ যোগানো এবং এমন একটি গবেষণার পরিবেশ তৈরি করায় সাহায্য করা যেখানে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সেরা অবদান রাখতে পারেন।অপর যে দুই বিজ্ঞানী ইএমবিও-র স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁদের একজন রামরায় ভাট। তাঁর গবেষণার বিষয় হল, স্তন এবং জরায়ুর ক্যান্সার মেটাস্টেসিসে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় জন আইআইএসসি-র বায়ো কেমিস্ট্রি বিভাগের সন্দীপ ঈশ্বরাপ্পা। তাঁর গবেষণার বিষয়- জেনেটিক কোডের ধাঁধা সমাধান করে এমআরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

৩-১ গোলে নিউক্যাসেলকে হারিয়ে প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে জয়ের রেকর্ড লিভারপুলের

লন্ডন, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে দুর্বল নিউক্যাসেলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে রেকর্ড গড়ল লিভারপুল। এই ম্যাচে জয়ের ফলে প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে প্রথম ডিভিশনে ২০০০ ম্যাচ জেতার নজির গড়ল লিভারপুল। নিউক্যাসেলেরর বিপক্ষে লিভারপুল ধারে-ভারে এগিয়েই ছিল। তবে সকলকে চমকে দিয়ে প্রাক্তন লিভারপুল মিডফিল্ডার জনজো শেলভি নিউক্যাসেলকে মাত্র সাত মিনিটেই এগিয়ে দেন। তবে খেলার দখল লিভারপুলের কাছেই ছিল। ২১ মিনিটে কিছুটা বিতর্কিতভাবে ডি বক্সের মধ্যে দুই নিউক্যাসেল ডিফেন্ডারের সংঘর্ষ ঘটে একজন বক্সেই পড়ে থাকলেও সেই দিকে তোয়াক্কা না করে দিয়েগো জোটা লিভারপুলের হয়ে সমতা ফেরান। ম্যাগপাই ফুটবলারদের বিরোধে রেফারি কর্ণপাত করেননি। মাত্র চার মিনিট পরে শেলভিরই ভুল ব্যাকপাস থেকে সাদিও মানের পায়ে বল চলে যায়। তাঁর প্রথম শট নিউক্যাসেল গোলরক্ষক বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন মহম্মদ সালাহ। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুলের নিরন্তর প্রেসিংয়ের বিরুদ্ধে নিউক্যাসেল মাঝেসাঝে প্রতিআক্রমণ করেছিল। কিন্তু ম্যাচের শেষের দিকে ৮৭ মিনিটে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডের আগুনে শট নিউক্যাসেলের স্বপ্ন চুরমার করে লিভারপুলকে ৩-১ এগিয়ে দেয়। ম্যাচে আর কোনও গোল হয়নি। এই জয়ের ফলে প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে প্রথম ডিভিশনে ২০০০ ম্যাচ জেতার নজির গড়ল লিভারপুল। এটি রেডস ম্যানেজার হিসেবে জুরগেন ক্লপের ১৫০তম জয়ও বটে। প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে প্রথম ডিভিশনে ২০০০ ম্যাচ জেতার নজির গড়ল লিভারপুল।

দেউচা-পাঁচামীর মানুষদের পাশে প্রকাশ্যে দাঁড়ানোর ঘোষণা সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন-এর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বীরভূমের মহম্মদবাজার সংলগ্ন দেউচা-পাঁচামী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের পাশে প্রকাশ্যে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করল সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন, পশ্চিমবঙ্গ। এ ব্যাপারে গণ-কনভেনশন ডাকার কথাও তারা জানিয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, "সম্প্রতি বীরভূমের মহম্মদবাজার সংলগ্ন দেউচা-পাঁচামী এলাকায় মাটির অনেক গভীরে থাকা নিম্নমানের কয়লার বিস্তৃত স্তর ভেঙে কয়লা উত্তোলন 'শিল্প'' গড়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য সরকার। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উচ্চকিত ভাষণে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়ানো স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বিঘা প্রতি দশ লক্ষ টাকা ও অন্যত্র বাস্তুভিটের জমির পাট্টা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। কৃষি মজুর, ভাগচাষী, খাস জমিতে বসবাসকারী মানুষ সর্বদাই ক্ষতিপূরণের আওতার বাইরে থাকে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে বামফ্রন্টের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ থাকাতে সম্ভবতঃ মাননীয়ার এই সতর্ক উচ্চারণ। এমত প্রতিশ্রুতির কোন ভিত্তি এখনো নেই, কারণ অদ্যাবধি এই মর্মে কোন সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন নেই। বলা হয়েছে, রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি মোকাবিলায় এই কয়লা সম্ভার বিপুল শক্তির যোগান নিশ্চিত করবে। অথচ বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুতের কোন ঘাটতি নেই। দেখা যাচ্ছে পিডিসিএল তাদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে এই মেগা প্রকল্পটির সামাজিক প্রভাব জনিত সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলে বিজ্ঞাপিত করছে, অথচ সেই লক্ষ্যে স্থানীয় আদিবাসী, মূলবাসী, দলিত ও সংখ্যালঘু শ্রমজীবি মানুষদের জনশুনানী থেকে বিরত রাখার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও শাসক দলের পান্ডারা সচেষ্ট থেকেছে। খোলামুখ খনির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন পরিবেশের কতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে, তা রাণীগঞ্জ-আসানসোলের বিস্তীর্ণ খনি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালিয়ে শক্তি উৎপাদনের এই ক্ষতিকর প্রকল্পের পরিবেশের ওপর প্রভাব সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে বাসিন্দাদের ওপর পুলিশ ও তৃণমূলী গুন্ডাদের মারফৎ ত্রাস ছড়িয়ে চটজলদী কয়লা তোলার ছাড় পত্র দিতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন। আমরা পরিবেশের হানি ঘটিয়ে, হাজারো মানুষকে তাঁদের ভিটেমাটি-জীবিকা ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে, ব্যয়বহুল খোলামুখ কয়লা খনি স্থাপনের সরকারী জবরদস্তির বিরোধিতা করি। আমরা দাবি জানাই রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা রিপোর্ট এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শ্বেতপত্র প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে জানাতে হবে। জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩-কে মান্যতা দিয়ে স্থানীয় গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের পূর্ণ সম্মতি নেওয়া হয়েছে কিনা তাও জানাতে হবে।পরিবেশ প্রকৃতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি ও স্থানীয় মানুষদের উচ্ছেদ ও ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। অতি দ্রুত কলকাতা শহরে প্রথমে ও পরে কয়েকটি জেলা শহরে দীক্ষিত পরিবেশবিদ, খনি বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মীদের নিয়ে গণ-কনভেনশন সংগঠিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।

পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গ ঝুলে রইল হাইকোর্টে, চূড়ান্ত নির্দেশ শনিবার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : এক দিন পরই ভোট। পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর বিষয়টি শুক্রবারও ফয়সালা হল না। তবে, শনিবারের মধ্যেই তা জানাবে আদালত। শুক্রবার এই মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে (এএসজি) প্রশ্ন করেন, এখন কি বাহিনী আনা সম্ভব? তার উত্তরে এএসজি বলেন, "এখনই বিশাল সংখ্যক বাহিনী আনা সম্ভব নয়। সিআরপিএফ-সহ বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে বলতে পারব।" চাহিদা মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে তারা প্রস্তুত। নির্বাচনের কাজে সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যুক্ত করা না হলেও, এলাকা টহলদারিতেও মোতায়েন করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন এএসজি। নিরাপত্তা নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা কোথায়, প্রশ্ন করেন বিচারপতি। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, "বলা হচ্ছে, ভোটাররা ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছে। এটা তো কোনও জনস্বার্থ মামলা নয়। মাত্র চার জন প্রার্থী অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন। তা হলে 'ভোট পরবর্তী হিংসা'-সহ এই বিষয়গুলি আসছে কেন?" রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রয়োজনে আরও পুলিশ দেওয়া হবে। মোট ২৭ হাজারের মতো কলকাতা পুলিশ রয়েছে। তার মধ্যে ১৮ হাজারের বেশি পুলিশ ভোটের কাজে নিযুক্ত। আর বাকি ৫ হাজার থাকছে রাজ্য পুলিশ।" কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে পুরভোট করানো হোক, এই আবেদন করে প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে বিজেপি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলা ফেরত পাঠায় কলকাতা হাই কোর্টে। এর পর হাই কোর্টে নতুন করে মামলা করে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হয় আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চে। আদালত তখন জানিয়ে দেয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, রাজ্য পুলিশের উপরই আস্থা রাখছে তারা। বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, "কেউ নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ করবেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশকে।" এ নিয়ে রাজ্য এবং কমিশনের ব্যাখ্যাতেও সন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় বিজেপি।

কলকাতা পুরভোটে উত্তেজনা প্রবণ বুথের তালিকা প্রকাশ

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতা পুরসভা ভোটে উত্তেজনাপ্রবণ বুথের তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ১৬টি বরোর ১,১৩৯ টি বুথ উত্তেজনাপ্রবণ বলে জানানো হয়েছে। এই ১,১৩৯টি বুথের মধ্যে ৭৮৬টি স্পর্শকাতর ভোটকেন্দ্র রয়েছে। ১৬টি বরোয় ৪ হাজার ৯৫৯টি বুথ রয়েছে। বহিরাগতদের বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই শহরে জারি হয়ে যাচ্ছে ১৪৪ ধারা। ভোট নির্বিঘ্নে সারতে রবিবার শহরজুড়ে ৩ হাজারের বেশি রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। অশান্তি ঠেকাতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ রাখা হচ্ছে। ওই দিন প্রয়োজন ছাড়া বাইরের কেউ যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তা-ও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে পুলিশকে। প্রসঙ্গত, বিজেপি সহ প্রায় সব বিরোধী দলই কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে ভোট করানোর দাবি তুলেছিল। সেই দাবি নিয়ে তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করেছে, বিশেষ করে বিজেপি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

মানসিক চাপ থেকে স্ফিত পেট

দীর্ঘদিন মানসিক চাপে ভুগলেও পেটের মেদ বাড়তে পারে। চল্লিশের পরে পেটের মেদ কমাতে করণীয় আমরা সবাই বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো মানসিক চাপে ভুগে থাকি। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়, এর মধ্যে 'স্ট্রেস বেলি' বা পেট বেড়ে যাওয়া অন্যতম।

তল পেটের মেদ নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। এর মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যা অন্যতম।

তাই মানসিক চাপ থেকে পেটে মেদ জমার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

'স্ট্রেস বেলি' কোন শারীরিক সমস্যা নয়, এটা মানসিক চাপ ও চাপের হরমোনের ফলে ওজন বৃদ্ধি বিশেষত পেটের মেদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

মানসিকচাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা তলপেটের মেদ বাড়ায়। অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ হয় এবং তা রক্তের শর্করার মাত্রা, বিপাক ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ বাড়ার ফলে কর্টিসোলের মাত্রা বেড়ে যায় যা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে। আর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক করে ফেলে।

কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি, স্থূলতা ও ওজন বৃদ্ধি

দীর্ঘায়িত মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব রাখে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়। মানসিক চাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি তল পেটের স্থূলতা ও ওজন বাড়ায়। 'দা জার্নাল অব সাইকোসোমেটিক মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, যাদের কর্টিসোলের মাত্রা বেশি তাদের কম হরমোনের মানুষের তুলনায় কোমরের মাপ বড় হয়।

তবে সকল স্থূলকায় ব্যক্তিই উচ্চ কর্টিসোলের সমস্যায় ভোগেন না, অনেকেই বংশগতি ও জীবনযাত্রার কারণের এই সমস্যায় ভুগে থাকেন।

'স্ট্রেস বেলি' কমানোর উপায়

সুষম খাবার খাওয়া: তাজা ফল, সবজি ও শষ্য-ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে সুষম খাবার বলে। এটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর। ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানো: উচ্চ ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন, এতে কোনো পুষ্টিমূল্য নেই। ফ্রুক্টোজ ও হাইড্রোজেনেইটেড ভেষজ তেল এড়িয়ে চলা উচিত। অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এতে ক্যালরির পরিমাণ বেশি। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা: শুয়ে বসে দিন কাটানো ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা পেটের মেদ কমায়, মন ভালো রাখে এছাড়াও নানাভাবে শরীর সুস্থ রাখে। প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হালকা শরীরচর্চা করা প্রয়োজন।

ধূমপান বাদ দেওয়া: গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান তলপেটের স্থূলতা বাড়ায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব ধূমপান বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: মানসিক চাপ ওজন বাড়ায় বিশেষত, পেটের মেদ। তাই নিজেকে শান্ত ও স্থীর রাখতে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান, প্রকৃতির কাছে কিছুটা সময় কাটানো ইত্যাদি নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

পর্যাপ্ত ঘুম: সার্বিক সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম আবশ্যক। গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যারা ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান অথবা নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমান তাদের দেহে মেদ জমার পরিমাণ বেশি। প্রাপ্ত বয়স্কদের অবশ্যই প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

নাক বন্ধ করে শ্বাসের সমস্যা হলে যা করবেন

শীত ছাড়াও বৃষ্টিতে অনেক সম সর্দি কাশির প্রকোপ বাড়ে ও এসিতে থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আবার গরম বারবার স্নান করার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

সারা রাত শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানিপাড়া ও ঘুমানোর সময় বন্ধ সাধারণত, শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিউকাস তৈরি হয়, তখনই বাড়তি মিউকাস নাকে পানির আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থেকে নানা ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়। নাকের হাড় যাদের একটু বাঁকা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ঘুমানোর সময় প্রায়ই তাদের নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। বাজারে পাওয়া নানারকমের ড্রপ দিয়েই এই সমস্যায় সহজ সমাধান মেলে।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞের মতে, নাকের

ড্রপ একটানা ব্যবহার করলে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে ড্রাপ কিছুতেই ঘুম আসবে না।

কী করবেন ঃ-

১) এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে লবণ ও জলের টানুন নাকে। ঠাণ্ডা থাকলে গরম জলের মধ্যে লবণ দিয়ে নাক দিয়ে দিয়ে টেনে ভাপ নিন।

২) দিনে বার দুই ভেপার ও সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টি অ্যালার্জির কিছু ওষুধ খেলেই এই সমস্যা অনেকটা কমবে। কয়েক চামচ জলেতে সামান্য লবণ যোগ করে ড্রপারে করে সেই জল নাকে দিতে পারেন।

৩) গলার খুশখুশ সারাতে ও নাক থেকে জল পড়া কমাতে উষ্ণ জলে আপেল সাইডার ভিনিগার ও মধু মিশিয়ে খান নিয়মিত।

৪) নাক বন্ধের সমস্যার মেটাতে চাইলে কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করুন। এক কাপ দুধে একটুখানি কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে পান করুন।

চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প

সুস্থ ও মসৃণ চুলে আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয় না। চুলের আর্দতা রক্ষায় তেল উপকারী হলেও অনেকেই তেল ব্যবহার করাতে চান না। তাছাড়া নারিকেল তেল ছাড়া অন্যান্য তেল চুলের 'ফলিকল' আবদ্ধ করে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প কয়েকটি প্রাকৃতিক প্যাক সম্পর্কে জানানো হল।

দই: দই প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস। এতে ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় তা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দই চুলের রুক্ষতা দূর করতে ও আর্দতা ধরে রাখতে উপকারী। এর প্রদাহ-রোধী ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান মাথার ত্বকের খুশকির সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

কলা: কলা প্রাকৃতিক তেল সমৃদ্ধ যা কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও পটাসিয়ামের ভালো উৎস। এই উপাদান চুলকে মসৃণ করতে ও চুলের প্রাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতা সুরক্ষিত রাখতে, আগা ফাটা ও ভেঙে পড়ার সমস্যা দূর করতে, মাথার ত্বক মসৃণ ও খুশকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এছাড়াও চুলের উজ্জ্বলতা, শক্ত, ঘনভাব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও সূর্যারশ্মি থেকে চুলকে বাঁচাতে কলার মাস্ক উপকারী।

মধু: মধু উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। এটা চুলের ফলিকল মসৃণ রাখে ও মলিনভাব দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এর আর্দতা রক্ষাকারী গুণ চুলের শুষ্ক ও রুক্ষভাব দূর করে এবং আর্দতা বজায় রাখে। মধু চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রাকৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ। এর প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

ডিম: ডিম কেবল চুলের আর্দতাই ধরে রাখে না বরং চুলের আগা ফাটা দূর করে ও মাথার ত্বক কন্ডিশনিং করতে সহায়তা করে। ডিম প্রোটিন ও বায়োটিন সমৃদ্ধ এবং এটা মাথার ত্বকের প্রয়োজনীয় আর্দতা ধরে রাখে, চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চুল শক্তিশালী করে ও চুলের গঠন সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে।

নাকের ব্ল্যাকহেডস দূর করতে (৮ জাঁদরেল ব্ল্যাকহেডস গুলো যেকোনো মুখে কালিমা লেপে দিতে পারে। পার্লারে না যেয়ে কিংবা দোকান থেকে ব্ল্যাকহেডস ওঠানোর পণ্য না কিনে ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায় স্ক্রাবার।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সেই পন্থাই জানানো হল।

প্রয়োজন হবে

১ টেবিল-চামচ ওটস বা ওটমিল। দুতিন ফোঁটা লেবুর রস। ১ টেবিল-চামচ টক দই।

ওটমিলের উপাদান ময়লা ও ব্ল্যাকহেডস তৈরির উপাদান ত্বক থেকে ওঠাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। লেবুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। আর সিট্রিক অ্যাসিড ব্ল্যাকহেডস নরম করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতি

একটা বাটিতে উল্লেখিত পরিমাণে ওটমিল ও দই নিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। যাতে মিশ্রণটা খুব মসৃণ হয়। এরপর এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি নাকের চারপাশে ও ওপরে ভালো মতো মেখে নিন। মিশ্রণটি ভালো মতো বসার জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে চক্রাকারে ভালো মতো ঘষে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকার মিলতে থাকবে।

বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান

নিয়মিত ব্যবহারে উপকার মেলে এসব প্রাকৃতিক উপাদান থেকে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বগলের কালচেভাব দূর করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বেইকিং সোডা: বেইকিং সোডা বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। পানি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বাহুমূলে সপ্তাহে দুবার স্ক্রাব করুন। স্ক্রাব করে তা সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে আলতোভাবে মুছে নিন।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে আছে ভিটামিন ই যা প্রাকৃতিকভাবে ত্বক উজ্জ্বল করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাহুমূলে প্রতিদিন নারিকেল তুল মালিশ করে পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: এটা কেবল চর্বি কাটায় না বরং ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। কারণ এতে আছে মৃদু অ্যাসিড যা প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের সঙ্গে বেইকিং সোডা মিশিয়ে তা বাহুমূলে মেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

জলপাইয়ের তেল: প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা সৌন্দর্যচর্চায় জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতেন।

এক টেবিল-চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে বাহুমূলের ত্বক এক্সফলিয়েট করে নিন। দুই মিনিট স্ক্রাব করে কিছুক্ষণ রেখে এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন।

লেবু: লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে পরিচিত। অর্ধেকটা লেবু কালো অংশে প্রতিদিন গোসলের আগে দুতিন মিনিট ধরে মালিশ করুন। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবর্তন চোখে পড়বে।

ভেষজ রসের গুণাগুনাবলী

প্রতিদিন আমদের অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করা উচিত। কিন্তু এই রসের সঙ্গে কিছু উপাদান মেশালে তা হয়ে ওঠে পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক। তখন একে বলে ডিটক্স ওয়াটার বা ডিটক্স জল। তাজা ফল, সব্জি ও ভেষজ উপাদান টুকরো করে কেটে স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, হালকা গরম বা শীতল জলেতে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রেখে এই মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

. ডিটক্স জল সারা দিন শরীরকে সতেজ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে।

. শরীর থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়ক।

. শরীরের মেদ কোষগুলোর নিষ্কাশণে সাহায্য করে এটি। খাবার হজমে সাহায্য করে ও বিপাক বাড়ায়।

. যকৃৎ ও ত্বকের জন্য ডিটক্স জল উপকারী। প্রদাহ কমাতেও এটি সহায়ক।

. এই জলেতে যে ফল মেশানো হয়, তা মিষ্টি বা চিনির প্রতি আগ্রহ কমায়, রুচি বাড়ায়।

. ফল ও সব্জির ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য গুণ থাকলেও এতে ক্যালরি বেশি থাকে না।

. উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা কমাতেও উপকারে আসে এই রস।

. আদা ও লেবু ঃ এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে এক ইঞ্চি পরিমাণ আদাকুচি ও আধাখানা লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন। . লেবু ও পুদিনা পাতা ঃ ১৫ থেকে ২০টি পুদিনা পাতা, পাতলা করে কাটা লেবুর ৫ বা ৬টি টুকরো বা আধখানা লেবুর রস ৫০০ মিলিমিটার জলেতে ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে খালি পেটে বা দিনে দুই থেকে তিনবার পান করতে হবে। . লেবু, শসা ও পুদিনা পাতা ঃ ৮ কাপ জলেতে একটি আধখানা লেবুর রস ও ওই পরিমাণ লেবু কুচি করে কেটে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর আধখানা শসা কুচি করে ৭টি পুদিনা পাতা সহ ওই জলেতে দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে পান করুন।

. আপেল, দারুচিনি ঃ ১ লিটার জলেতে একটি আপেল স্লাইস করে কেটে এক টেবিলি চামচ দারুচিনি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে ঘুমানোর আগে পান করলে শরীরেরে চর্বি কমে ও বিপাকক্রিয়া ভালো হয়।

. চিয়া সিড ও লেবু ঃ আধ চা চামচা চিয়া সিড এক কাপ জলেতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে যে জল তৈরি হবে, তাতে এক চা চামচ লেবুর রস ও আরও জল মিশিয়ে নেড়ে পান করুন। এতে তন্তু বা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এছাড়া ডিটক্স জল তৈরিতে স্ট্রবেরি, কমলা, সাইট্রাস ফলের খোসা, জাম্বুরা, বিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

সেজে উঠেছে ঢাকার রমনা কালী মন্দির উদ্বোধন করলেন রামনাথ কোবিন্দ

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): একেবারে নতুন করে সেজে উঠেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত রমনা কালী মন্দির। একাত্তরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ওই মন্দিরটি ধ্বংস করে দিয়েছিল, শুক্রবার ঢাকার রমনা কালী মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দিরের নতুন পরিসরের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির। ওই মন্দিরকে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এদিন রমনা কালী মন্দিরে যান কোবিন্দ-জায়া সবিতা কোবিন্দও। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শুক্রবারই রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বাংলাদেশ সফরের অন্তিম দিন।

৮৮ ওয়ার্ডে শেষবেলার প্রচারে মালা রায়

কলকাতা,১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): শুক্রবারই কলকাতা পুরসভার ভোটের শেষ প্রচার। তাই সকাল থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো ব্যস্ত শেষ বেলার প্রচারে। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ও। এদিন ৮৮ ওয়ার্ডে শেষবেলার প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু রাজনৈতিক দলগুলোর। কলকাতা পুরসভার ৮৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন পাঁচবারের কাউন্সিলর মালা রায়। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ভোটের যুদ্ধে সামিল হতে প্রস্তুত রাজনৈতিক দলগুলো।

কলকাতা পুরসভার ভোটের পর কার মাথায় উঠবে মুকুট বর্তমানে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক দলগুলোর। আর তাই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। তাই এদিন পুরভোটের শেষ প্রচারে কলকাতা পুরসভার ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডর তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় নিজের ওয়ার্ডে প্রচার সারেন।

৪০ ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুপর্ণার ভাল লাগার অনেকটা জুড়ে বুদ্ধদেব গুহ, পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে তখন টালমাটাল রাজ্য। করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সুপর্ণা দত্ত। যমে মানুষে টানাটানির পর সুস্থ। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাননি। তারপর কাজ করেছেন কোভিড ওয়ারিয়র হিসাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, করোনা জয়ীদের এগিয়ে আসতে হবে। সেই আবেদনে সাড়া দেন সুপর্ণা। কোভিড আক্রান্তদের মনের জোর বাড়ানোর কাজ দিয়েই এলাকায় তাঁর পরিচিতি বাড়ে। সেখান থেকেই পুরভোটের লড়াইয়ে। সুপর্ণা ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের নতুন মুখ। তিন পুরুষের বাস মধ্য কলকাতায়। জিতলে কী করবেন? সুপর্ণার কথায়, কিছু রাস্তায় বৃষ্টির জল নামতে সময় লাগে। সেই সমস্যা দূর করতে চাই। পড়াশোনা হোলি চাইল্ড স্কুল, রামমোহন কলেজে। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ অফ কমার্স থেকে বাণিজ্য শাখায় পড়াশোনা। সুপর্ণার ভাল লাগার অনেকটা জুড়ে বুদ্ধদেব গুহ, পূর্ণেন্দু পত্রী। বিধানসভার অধীন কলেজ স্কোয়ার, নরেন সেন স্কোয়ার, পটুয়াতোলা, কলেজ স্ট্রিট ও সংলগ্নয়শ এলাকা নিয়ে ৫ নম্বর বরোর অধীন এই ওয়ার্ড। ২০১১-র জনগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৫৪৯। ২০০৫-এর পুরভোটে জিতেছিল আরএসপি। '১০ ও '১৫-র পুরভোটে জয়ী হয় তৃণমূল। এবারেও পাল্লা ভারি রাজ্যের শাসক দলেরই।

বিউটিশিয়ান বউয়ের পরিচর্যা ১১৭ ওয়ার্ডের সঞ্জয়ের ভাগ্য ফেরাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ৩২ বছর বয়স। ছ'ফুটের কাছে উচ্চতা। মেদহীন শরীর। কিন্তু ভোটযুদ্ধে নেমে জিমে গিয়ে শরীর চর্চা করার সময় পাচ্ছেন না। এমনকী সেলুনে গিয়ে চুল দাড়ি কাটার সময় নেই তাঁর। তাই বাড়িতে বউয়ের কাছে চুল, দাড়ি কাটছেন। এবার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাম প্রার্থী রেড ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় খাঁ। শরীর ফিট থাকলে সব ঠিক। তাই নিয়মিত জিমে গিয়ে শরীর চর্চা করেন বামপ্রার্থী সঞ্জয় খাঁ নিউ আলিপুরে বাসিন্দা। ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ থেকে কর্মাসে স্নাতক পাশ। ২০১৮ সালে বিয়ে করেন। স্ত্রী বিউটিশিয়ান। সঞ্জয় বলেন, "শরীর নিয়ে খুব সচেতন থাকি। তাই জিমে গিয়ে রোজ শরীর চর্চা করি। এখন ভোটের প্রচারে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছি না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি প্রচারে যেতে হচ্ছে। রাতে আবার দলীয় অফিসে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করতে হচ্ছে। জিমে যাওয়াতো দূরে, সেলুনে গিয়ে চুল, দাড়ি কাটার সময়টুকু পাচ্ছি না।" তাই অগত্যা স্ত্রীর 'শরণাপন্ন'। স্ত্রী রাধেন, চুল-দাড়িও কেটে দেন। শুধু কী তাই, মাঝে মাঝে যে ফেসিয়ালও করে দেন স্ত্রীই। সঞ্জয়ের এ ব্যাপারে বলতে রাখঢাক নেই। বললেন, "লকডাউনে যখন গৃহবন্দী ছিলাম সেই সময়ও বউ চুল, দাড়ি কেটে দিয়েছিল। তখন আবার মাঝে মাঝে ফেসিয়ালও করে দিত।"

বেহালা পূর্ব বিধানসভার অধীন ১৩ নম্বর বরোর অধীন এই ওয়ার্ডে ২০১১-র জনগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৮২৪। ২০০৫, '১০ ও '১৫-র তিনটি পুরভোটে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী শৈলেন দাশগুপ্ত। তাঁর মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল। বিউটিশিয়ান বউয়ের পরিচর্যা সঞ্জয়ের ভাগ্য ফেরাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার।

আজ কলকাতা পুরভোটের প্রচারের শেষ দিন, সব দলের প্রচার তুঙ্গে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : আর মাত্র দুদিন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (কেএমসি) ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। এদিন সন্ধ্যায় প্রচার শেষ। প্রচারের শেষ দিনে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী বিজেপি, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস তাদের পূর্ণ শক্তি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার এবং বৃহস্পতিবার, প্রচারের শেষ দিনে, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় তিনটি জনসভা করেছেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে তৃণমূলের জয় দাবি করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় শেষ হবে নির্বাচনী প্রচার। আজ দিনভর নির্বাচনী তৎপরতা থাকবে। আজ ফের রোড শো করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর র‍্যালি যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হবে, যা যাবে হাজরা মোড় পর্যন্ত। এতে দক্ষিণ কলকাতার সব প্রার্থীসহ অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের যুক্ত হতে বলা হয়েছে। হুড খোলা জিপে প্রচার করবেন। এছাড়াও, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র সায়ন্তন বসুও কলকাতার ৭৪ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সমাবেশ করবেন। দলের রাজ্য মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য ৭, ১১৪ এবং ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে রোড শো এবং জনসভা করতে চলেছেন, অন্যদিকে রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুকান্ত মজুমদারও ২৩ এবং ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি বড় জনসভা করতে চলেছেন। সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের তরফে আজ মহানগরের সমস্ত ওয়ার্ডে জোরে জোরে প্রচার চালাতে চলেছে রাজ্য নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত মহানগরীর চার হাজার ৮৪২টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচনের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হবে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশ।

দিল্লিতে ওমিক্রনে সংক্রমিত বেড়ে ২০ সুস্থ হয়েছেন ১০ জন : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দিল্লিতে আরও ১০ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, নতুন করে ১০ জন ওমিক্রনে সংক্রমিত হওয়ার পর রাজধানীতে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০। স্বস্তির বিষয় হল, ২০ জনের মধ্যে ১০ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। বাকি ১০ জনের কেউ গুরুতর অসুস্থ নন, সকলেই স্থিতিশীল রয়েছেন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে আরও ১০ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, মোট ওমিক্রন আক্রান্ত বেড়ে হল ২০। ২০ জনের মধ্যে ১০ জন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কোনও রোগী গুরুতর অসুস্থ নন। সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, বর্তমানে ২০ জন ওমিক্রন আক্রান্ত রোগী লোক নায়েক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পক্ষীপ্রেমী সন্তোষ এবারেও ৪৫ ওয়ার্ডে উড়বেন সাফল্যের পাখায়, আশায় কংগ্রেস

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতা পুরসভায় তৃণমূল প্রশাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সরব কণ্ঠ ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের বিদায়ী কোঅর্ডিনেটর সন্তোষ পাঠকের। এবারও এই ওয়ার্ড থেকে লড়ছেন। কংগ্রেসের দুঃসময় দেখে অনেক কাউন্সিলর 'হাত' ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু সন্তোষ পাঠক যাননি। বরং নিজের ওয়ার্ডে কংগ্রেসের হাতকে আরও শক্ত করে ধরে রেখেছেন এতদিন। যৎসামান্য আসনে যদি এবার কংগ্রেস আদৌ জিততে পারে, সেগুলোর মধ্যে প্রায় শীর্ষে এই ওয়ার্ড। যদিও এবার অন্যরকম 'পরীক্ষা''। ২০০৫ সালে এই ওয়ার্ড থেকে প্রথম কাউন্সিলর হন। এই নিয়ে চারবার পুরসভা নির্বাচন লড়ছেন। শাকাহারি মানুষ। সকালে ছোলা এবং গুড় খেয়ে প্রচার বেরিয়ে পড়েন। দুপুরে সময় পেলে ভাত, ডাল, তরকারি খান। জনগণের এই সেবক বড় পাখিপ্রেমী। প্রতিদিন পাখিদের নিজের হাতে খাবার দিয়ে থাকেন। ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকলেও পাখিদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে যান। কংগ্রেস প্রার্থীর কথায় "পাখি খুব ভালবাসি। তবে বাড়িতে কোনও পাখি নেই। কারণ তাঁদের খাঁচাবন্দি করে রাখতে চাই না।" তিনি জানান, পাখিদের জন্য প্রতিদিন একশো কেজি দানা কিনে থাকি। বাড়ির ছাদে সেই দানা ছড়িয়ে দিই। সারাদিন কাক, পায়রা, টিয়া, শালিক সকলে এসে দানা খায়। মাঝে মাঝে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়া দেখি। এবার এই ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী রয়েছেন শক্তিপ্রতাপ সিং। বিজেপি প্রার্থী কুশল পাণ্ডে। এই ওয়ার্ডে প্রায় ১৫ হাজার মতো ভোটার রয়েছে। গত নির্বাচনে চার হাজার ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী এখানে জিতেছিলেন।

শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলতে থাকা সিপিএমের বাতি কি এবারেও জ্বলবে ১১১-তে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। প্রচারের শেষ দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল হাওয়াতেও শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলতে থাকা সিপিএমের দখলে এখনও কলকাতা ১১১ নম্বর ওয়ার্ড। কাউন্সিলর চয়ন ভট্টাচার্য। তবে এবার সেই বাতি নিভবে বলে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেসের সন্দীপ দাস।

দীর্ঘদিন বামেদের কাউন্সিলর থাকলেও টালিগঞ্জ কেন্দ্রের অন্তর্গত এই ওয়ার্ড থেকে একুশের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এগিয়েছিলেন। যা পুরভোটের আগে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বামশূন্য রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এবার পুরভোটেও ১১১ নম্বর ওয়ার্ড দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন বলে দাবি ঘাসফুল শিবিরের। এই ওয়ার্ড থেকে এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সন্দীপ দাস এলাকায় ভাল ছেলে, কাজের ছেলে হিসেবেই পরিচিত মুখ।

সন্দীপ জানান, "আমি একজন সাধারণ তৃণমূল কর্মী হিসেবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে চাই। মানুষের আশীর্বাদ পেয়ে আগামী দিনে ১১১ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য সরকারের সব প্রকল্প সঠিক ভাবে রূপায়ণের মাধ্যমে মডেল ওয়ার্ড হিসেবে তৈরি করতে চাই। আমি জনগণের রায়ের প্রতি আস্থাশীল, কারণ আমাদের এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে আপদে-বিপদে মানুষের পাশে থেকে আমরা এই ওয়ার্ডে টিম তৃণমূল হিসেবে প্রতিনিয়ত মানুষের জন্য কাজ করে চলেছি। আমফান থেকে কোভিড সব সময় এখানকার মানুষের পাশে ছিলাম আমরা। স্বভাবতই এই ওয়ার্ডের মানুষ দেখেছেন বিপদের সময় কারা পাশে থাকে। গণতন্ত্রের পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হবই। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ বিশ্বাস করেন।"

কর্ণাটক : কংগ্রেস বিধায়ক রমেশ কুমার "ধর্ষণ" মন্তব্যের জন্য চাইলেন ক্ষমা

বেঙ্গালুরু, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা কে আর রমেশ কুমার শুক্রবার কর্ণাটক বিধানসভায় তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃহস্পতিবার কর্নাটক বিধানসভায় ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান। কর্নাটক বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা কেআর রমেশ কুমার। তিনি বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকারও বটে। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "ধর্ষণ যখন অনিবার্য, তখন শুয়ে থেকে তা উপভোগ করা উচিত।" তার এই মন্তব্যের পর হাসিতে ফেটে পড়েন বিধানসভার সদস্যরা। কর্নাটক বিধানসভার বর্তমান স্পিকার বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরিও রমেশের কথায় হাসতে শুরু করেন। তাঁর এই মন্তব্যের পর বিতর্ক তৈরি হয়। শুক্রবার তিনি নিজের টুইটার হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, আমি নিজের মন্তব্যে কোন আত্মপক্ষ সমর্থন করছি না। আমার মন্তব্যের জন্য যদি কাউকে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি শর্তহীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ঘৃণ্য অপরাধকে আলোকিত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আমি আরও সতর্ক থাকব।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু সিআরপিএফ জওয়ানের

শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৩.২০ নাগাদ শ্রীনগরের দশমণি আখড়া লাল চক এলাকায় নিযুক্ত সিআরপিএফ-এর ১৯তম ব্যাটালিয়নের হেড কনস্টেবল শ্রবণ কুমার (৫০) হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শ্রবণ কুমারকে তার সহযোগীরা তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিক এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন যে জওয়ান হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

মধ্যরাতে ডিজিপি বদল করল পঞ্জাব সরকার

চণ্ডীগড়, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পঞ্জাবের ডিজিপি ইকবাল প্রীত সিং সাহোতাকে পদ থেকে সরিয়ে দিল পঞ্জাব সরকার। তাঁর জায়গায় ভিজিল্যান্স প্রধান সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পঞ্জাবে ডিজিপি করার জন্য ২১ ডিসেম্বর একটি বৈঠক হয়। ইউপিএসসি-র নিয়ম এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারের পাঠানো নামের প্যানেলে একজন আইপিএসের কমপক্ষে ছয় মাসের পরিষেবা থাকতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় এই বাইরে পড়ে যান।

শিক্ষার বেসরকারিকরণের অভিযোগ এনে ধর্নায় বিধায়ক আশিস দাস। ছবি ঃ নিজস্ব।

ভারতে ১৩৫.৯৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, বৃহস্পতিতে ৭০-লক্ষাধিক প্রাপককে টিকাদান

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণে প্রতিদিনই নতুন নতুন মাইলফলকে পৌঁছে যাচ্ছে ভারত। ভারতে ১৩৫.৯৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০৫ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৩৫.৯৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৩৫,৯৯,৯৬, ২৬৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৬.১৫-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১২, ৫৯,৯৩২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৬,১৫, ০৭,৬৯৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,৫৯,৯৩২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৪৪৭ জন।

এবারেও ওয়ার্ড বদলকে তুড়ি মেরে তেজি ঘোড়ার মত ছুটছেন ৫৬-র স্বপন

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করার পর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। তাস খেলার নেশা ছিল। বন্ধুরা ডাকলেও সময়ের অভাবে হয়ে ওঠে না। ছিল যাত্রা দেখার নেশাও। ১৯৯৫ সালে দশ বছরের বরো চেয়ারম্যান অরূপ চন্দ্রকে হারিয়েছিলেন। ২০০০ সালে তৎকালীন মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে মাইলফলক গড়েছিলেন স্বপন সমাদ্দার। তার পর থেকে রাজনৈতিক কেরিয়ারে শুধুই উত্থান। এবার নিয়ে তিনবার ওয়ার্ড বদল। কিন্তু জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর থেকে এ সবই অতীত। এখন দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। যে ওয়ার্ডেই প্রার্থী হয়েছেন, জিতেছেন। এবারেও ওয়ার্ড বদলকে তুড়ি মেরে তেজি ঘোড়ার মত ছুটছেন স্বপন। জেতার অভ্যেস বজায় রাখতে চান। বিরোধীরাও আড়ালে আবডালে 'স্বীকার' করেন, বিশুদাকে হারানো সত্যিই কঠিন। নারকেলডাঙা, বাগমারি এলাকায় স্বপন সমাদ্দার বিশুদা নামেই পরিচিত। ২৬ বছর আগে কলকাতা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হিসেবে অভিষেক হয়েছিল ঘরের ছেলে স্বপনের। পরে মহিলা সংরক্ষণের জেরে ওয়ার্ড বদল। ৩০ থেকে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে এবার তিনি ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী।

কাঁকুড়গাছির বাড়ি থেকে ট্যাংরায় ওয়ার্ডের দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় দু'বেলা যাতায়াত করতে বেশি সময় লাগে। তাই সকালে বেরিয়ে প্রচার, মিটিং সেরে একেবারে রাতে বাড়ি ফিরছেন। খাওয়াদাওয়া ঠিকভাবে করার সময়টুকু পাচ্ছেন না। সকালে কখনও বাসি রুটি খেয়ে, কোনওদিন আবার দু'টি বিস্কুট ও জল খেয়ে প্রচারে ছুটে যাচ্ছেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তাঁর পরিবার হয়ে উঠেছিল। বিদায়ী বোর্ডের মেয়র পারিষদ সব ওয়ার্ডের মানুষকেই আপন করে নিচ্ছেন। বললেন, "স্ত্রীর মৃত্যুর পর পরিবার বলতে ছিল ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এখনও সেখানের মানুষ আমার খোঁজ নিয়ে থাকেন। এবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে এসেছি। নতুন পরিবার। নতুন সদস্যদের সঙ্গে জনসংযোগ করছি। তাঁদের সমস্যার কথা শুনছি।"

এই ওয়ার্ডে বামপ্রার্থী জয়শ্রী দেব নন্দী, কংগ্রেস প্রার্থী সমীর আলম এবং বিজেপির তপন সামন্ত। ময়দান বদল নিয়ে চিন্তিত নন। যেহেতু এন্টালি বিধানসভা এলাকা তৃণমূল প্রার্থীর চিফ ইলেকশন এজেন্ট থাকায় ভোট করার সুবাদে চেনা। বলছেন, "নতুন জায়গায় একটু বেশি কসরত করতে হচ্ছে। তবে বিরোধীদের নিয়ে চিন্তিত নই।" ২০১৫ সালে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১৬ হাজার ভোটে জয়ী হয়ে মেয়র পারিষদ হন। খাঁটি বাঙাল। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। তবে চিংড়িমাছের ভক্ত। মায়ের হাতে লাউচিংড়ি ছাড়া ভাত মুখে উঠত না। ভোজনরসিক হলেও স্ত্রীবিয়োগের পর খাওয়াদাওয়া নিয়মিত হয় না। বাসি রুটি খেয়ে, কোনওদিন আবার দু''টি বিস্কুট এবং জল খেয়ে প্রচারে যাচ্ছেন। দুপুরে খাবার সব সময় জোটে না। রাতে বাড়ি গিয়ে দুটো রুটি এবং দুধ খান। বেদনা চেপে বলেন, "ছোটবেলায় মায়ের হাতে কচুবাটা, লাউচিংড়ি ছাড়া ভাত খেতাম না। স্ত্রীও খুব ভাল মাছের ঝোল রান্না করতেন। এখন আর কেউ করে দেওয়ার নেই। তাই যা পাই তাই খাই। সুগার আছে বলে মিষ্টি এড়িয়ে চলি।"

শ্বশুর আর বউমার 'লড়াই' আলোচনার বিষয় বন্দর এলাকায়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : শ্বশুর তৃণমূলের ওজনদার নেতা। দীর্ঘকাল কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ। এবারও তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করেছে। অথচ তাঁর বড় বউমা পাশের ওয়ার্ডেই নির্দল প্রার্থী। এবারও ১৩৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সামসুজ্জামান আনসারিকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ রুবিনা নাজকে এবার তৃণমূল টিকিট দেয়নি। ২০১৫ সালে পুরসভা নির্বাচনে ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল রুবিনাকে। কংগ্রেস প্রার্থী আখতারি নিজামি শাহজাদার কাছে পরাজিত হন আনসারির পুত্রবধূ রুবিনা। পরে সেইআখতারি নিজামি তৃণমূলে যোগ দেন। এই ওয়ার্ডে তৃণমূলের হয়ে তিনিই তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ রুবিনা ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। ১৩৫ এবং ১৩৬ দুটি পাশাপাশি ওয়ার্ড। শ্বশুর যখন নিজের ওয়ার্ডে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, পাশের ওয়ার্ডে প্রচারে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নির্দল পুত্রবধূ। তাঁরা মেটিয়াবুরুজে একই বাড়িতে থেকে ভোটের লড়াই করছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য রুবিনার বক্তব্য, একই বাড়িতে থেকে ভোটের প্রার্থী হয়েছি। কিন্তু এক ওয়ার্ডে লড়ছি না। এতে পারিবারিক সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়েনি। সামসুজ্জামান আনসারির তিন ছেলে। দুই ছেলে বাবার হয়ে এলাকায় ভোট চাইছেন। অন্যদিকে বড় ছেলে তাবরেজ আনসারি বউকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। উদয়ীমান সূর্য চিহ্ন নিয়ে লড়ছেন নির্দল প্রার্থী। প্রচারের হোর্ডিংয়ে বউয়ের সঙ্গে তাবরেজের ছবিও রয়েছে। তাবরেজ বলেন, বাবার সঙ্গে লড়ছি না।

বাবা তাঁর নিজের জায়গায় লড়াই করছেন। স্বামী হিসাবে বউয়ের লড়াইয়ে পাশে থাকা আমার কর্তব্য। পুত্রবধূর লড়াইয়ে সামনে থেকে সমর্থন না করলেও পিছনে শ্বশুরমশায়ের মদত রয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন। বাসিন্দাদের কথায়, পুত্রবধূকে এই ওয়ার্ডে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন শ্বশুরমশায়। কিন্তু দল টিকিট না দেওয়ায় নির্দল হিসাবে পুত্রবধূকে এখানে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে সামসুজ্জামান কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই ওয়ার্ডে কংগ্রেসের প্রার্থী শামসাদ বেগম। তিনি বলেন, "এই ওয়ার্ড তৃণমূলের কখনও ছিল না। তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়েও ২০১৫ সালে রুবিনা জিততে পারেননি।

এখন যিনি তৃণমূল প্রার্থী তিনি গত ভোটে কংগ্রেস থেকে কাউন্সিলর হয়েছিলেন। মানুষ জানে এখানে কী খেলা চলছে।''শহরে শীতের আমেজ। তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। কিন্তু নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর শহরে উত্তাপ বাড়ছে। ভোট বলে কথা। বন্দর এলাকায় প্রভাব ধরে রাখতে শাসক থেকে বিরোধী কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে চাইছেন না।

ফিকি-র মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলেই আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফিকি-র মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলেই আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, নীতির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সময়োপযোগী নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে ফিকি-কে। শুক্রবার দিল্লিতে ফিকি-র ৯৪ তম বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আগামী ২৫ বছরে ভারতের শিল্পকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে ফিকি-কে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। দেশের শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করার পরিকল্পনা তাঁদের অবশ্যই তৈরি করতে হবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য তখনই পূরণ হতে পারে, যখন ফিকি-র মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে এবং নীতির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সময়োপযোগী নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সরকারের সমালোচকরাও সহমত হবেন যে, বিগত ৭ বছরে আমরা বড় পরিবর্তন এনেছি। সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই।

সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল ১৩০ কোটি মানুষের দেশে গণতন্ত্রের প্রতি, সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থাযর প্রতি বিশ্বাস বেড়েছে।'

শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের বারানসীতে অল ইন্ডিয়া মেয়রর্স কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ওই কনফারেন্সে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফরাসি সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লির সঙ্গে দিল্লিতে বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এদিনের বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপে দুই দেশের সেনাবাহিনীর কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। শুক্রবার ভারত-ফ্রান্সের বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং প্রতিরক্ষা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সহযোগিতার বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাক্ষাতের একটি ছবি টুইট করে ভারতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ইমানুয়েল লেনাইন জানিয়েছেন, 'ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার বিশ্বে, ভারতকে একটি বহুমুখী শৃঙ্খলা তৈরি করতে, আইনের শাসন রক্ষা করতে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধান শক্তি ও অংশীদার হিসেবে দেখছে ফ্রান্স।'

ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই মূল্যবান : ফ্লোরেন্স পার্লে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বকে খুবই মূল্যবান আখ্যা দিলেন ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লে। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই দেশের একে-ওপরের প্রতি বিশ্বাস এতটাই বেড়েছে যে গঙ্গা এবং সিন নদীর মধ্যে দূরত্ব কমে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শুক্রবার ভারত সফরে এসেছেন ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লে। ভারত-ফরাসি সম্পর্ক এবং দু''দেশের প্রতিরক্ষা দিক শক্তিশালী করতে সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই ভারত সফর বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

এদিন দিল্লিতে ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক উভয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রথম চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাস ফ্রান্স ও ইউরোপে বারবার আঘাত হেনেছে এবং ভারত-সহ ইন্দো-প্যাসিফিককেও রেহাই দেয়নি। সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ফ্রান্স প্রকৃত অর্থেই ভারতের প্রয়োজনীয়তা বোঝে। আমরা ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' উদ্যোগে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' ফরাসি শিল্পের জন্য একটি বাস্তবতা, বিশেষ করে সাবমেরিনের মতো প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভুটানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত মোদী আপ্লুত লোটে শেরিং

থিম্পু, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভুটানের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ভুটানের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার-এনগাদাগ পেল গি খোরলো সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, ভুটানের সর্বোচ্চ বেসামরিক অলঙ্কারের জন্য নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষিত হওয়ায় তিনি আনন্দিত।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী জানান, মোদীজি বছরের পর বছর ধরে এবং বিশেষ করে মহামারীর সময় প্রসারিত সমস্ত নিঃশর্ত বন্ধুত্ব এবং সমর্থন তুলে ধরেছেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ভুটানের জনগণের তরফ থেকে অভিনন্দন। সমস্ত আলাপচারিতায়, মহামান্যকে একজন মহান, আধ্যাত্মিক মানুষ হিসেবে দেখেছি। ব্যক্তিগতভাবে সম্মান উদযাপনের জন্য উন্মুখ।'

উত্তর প্রদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন সমবায় ব্যাঙ্কের ১৩টি নতুন শাখার

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশ সমবায় ব্যাঙ্কের ১৩টি নতুন শাখার উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার বিকেলে লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতে উত্তর প্রদেশ সমবায় ব্যাঙ্কের ১৩টি নতুন শাখার উদ্বোধন করেছেন অমিত শাহ। পাশাপাশি ২৯৪টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি, সাইবার সিকিউরিটি অফ অপারেশন সেন্টার, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এবং স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশনের ২৬টি গোডাউনের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক কৃষি ক্রেডিট সোসাইটিকে একই সফওয়্যার দিয়ে কম্পিউটারাইজ করা হবে, জেলা ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে এবং নাবার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এটি উত্তর প্রদেশের কৃষি অর্থায়নের জন্য একটি নতুন সূচনা হবে।'

বিলোনীয়া পুর পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া-১৭ই ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া পুর পরিষদে নব নির্বাচিত পুরপিতা, সহকারি পুরমাতা এবং পারিষদদের উপস্থিতিতে পুর পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা পদাধিকারী এবং কর্মচারীদেরকে নিয়ে- শুক্রবার সকালে- পুর পরিষদ কার্যালয়ের হল ঘরে এই প্রথমবারের মতো এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের নবনির্বাচিত পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, সহকারি পুর মাতা শিখা নাথ, বিলোনিয়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ নবনির্বাচিত কাউন্সিলর এবং পুর পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত কর্মচারীরা। দীর্ঘ বছর যাবত পৌর এলাকার বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরে- সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে জনকল্যাণমূখী কাজের মাধ্যমে- জনগণের পাশে থেকে সহযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈঠকে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে- বিলোনিয়া শহর এলাকাকে পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে সকলের নিকট দৃষ্টি নন্দন করে গড়ে তোলার জন্য- সকলকে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জানান পুরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ উপস্থিত অন্যান্যরা। এছাড়াও বিলোনিয়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে মূল শহর এবং শহরতলি এলাকাগুলিতে- জনকল্যাণমূলক উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে- বিভিন্ন পরিকল্পনামাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই বৈঠকে।

খোয়াইয়ে কৃষক সভার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিজীবীদের পাশে দাঁড়ান;খোয়াইয়ে জেলা কৃষি বিভাগে কৃষক সভার ডেপুটেশনে জোর দাবী সাম্প্রতিক অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এদেরকে প্রয়োজনীয় সরকারী সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করার দাবীতে শুক্রবার খোয়াইয়ে জেলা কৃষি বিভাগে ডেপুটেশন দিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভার খোয়াই মহকুমা কমিটি। দপ্তরের জেলা উপ অধিকর্তা সংগ্রাম দাসের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এ সময় অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষকে সরকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পাশাপাশি বোরো ধানচাষীদের জন্য ইউরিয়া ও সুপার ফসফেট সারের ব্যাবস্থা করা সহ বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের বিনামূল্যে আলুবীজ সরবরাহ করার দাবী জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক মনোজ দাস, কৃষক নেতা বাদল সবর , মৃণাল চক্রবর্তী ও নন্দলাল গোপ। কৃষি উপ অধিকর্তা প্রতিনিধিদের বলেন, ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিজীবীদের নামধাম সহ ক্ষতির বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজ দপ্তর শুরু করেছে।তিনি শাকসব্জির চাষীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার দাবী সম্পর্কে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের জেলা কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের বাজারে আসতে চলেছে সূচবিহীন করোনা টিকা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.)।। আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের বাজারে আসতে চলেছে জাইডাস সংস্থার সূচবিহীন করোনা টিকা জাইকোভ-ডি। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হতে পারে এই নতুন ভ্যাকসিনকে।

কেন্দ্রীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত সাতটি রাজ্যে এই নতুন টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই রাজ্যগুলির পিছিয়ে পড়া জেলা, যেখানে টিকাকরণের হার কম, সেখানে এই টিকা দেওয়া হবে। এই সাতটি রাজ্য হল বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু. উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।

জইডাস সংস্থার সূত্রে খবর, কেন্দ্রের তরফে ১ কোটি করোনা টিকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। টিকার প্রতি ডোজের দাম পড়ছে ২৬৫ টাকা। এছাড়া এটি সূচবিহীন টিকা হওয়ায়, এক ধরনের বিশেষ ইন্টারডার্মাল অ্যাপ্লিকেটরের প্রয়োজন টিকা দেওয়ার জন্য। তার জন্য অতিরিক্ত ৯৩ টাকা দিতে হবে। ফলে সব মিলিয়ে জাইকোভ ডি'র প্রতি ডোজের জন্য খরচ হবে ৩৫৮ টাকা। ইতিমধ্যেই সংস্থা সরবরাহ ও বন্টন শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জাইকোভ-ডি বিশ্বের প্রথম ডিএনএ ভিত্তিক এবং সূচবিহীন করোনা টিকা। কোভ্যাক্সিন ছাড়া জাইকোভ-ডি-ই একমাত্র টিকা, যা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের উপর জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের অনুমতি পেয়েছে এই টিকা। তবে এখনও শিশুদের টিকাকরণ নিয়ে কোনও নীতি স্থির না করায়, আপাতত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই এই টিকা ব্যবহার করা হবে বলে জানা গিয়েছে। টিকার গুণগত মান পরীক্ষার পরই হিমাচল প্রদেশের কসৌলির সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরি থেকে প্রথমধাপে আড়াই লক্ষ টিকা সরবরাহের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ১০১, হদিশ মিলেছে ১১টি রাজ্যে : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন রূপে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। শুক্রবার পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১০১-এ পৌঁছেছে, মোট ১১টি রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র, সেখানে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ৩২ জন, দিল্লিতে ২২ জন, রাজস্থানে ১৭ জন, কর্ণাটকে ৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৮ জন, গুজরাটে ৫ জন, কেরলে ৫ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, চন্ডীগড়ে একজন, তামিলনাড়ুতে একজন ও পশ্চিমবঙ্গে একজন।

শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'দেশের ১১টি রাজ্যে শুক্রবার পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০১।' তিনি জানিয়েছেন, 'বিশ্বের ৯১টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেলটা প্রজাতির তুলনায় দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রন। যেখানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন ঘটে সেখানে ডেলটাকে ছাড়িয়ে যাবে ওমিক্রন।'

ভারতে বর্তমান করোনা-পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে করোনার টিকা দিয়েছে ভারতই। বিগত ২০ দিন ধরে ১০০ হাজারের নীচে রয়েছে দৈনিক সংক্রমণ। বিগত এক সপ্তাহে সংক্রমণের হার ০.৬৫ শতাংশ ছিল।' কেরলের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

ধর্ষণ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য সমালোচনার মুখে ক্ষমা চাইলেন কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক

বেঙ্গালুরু, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ধর্ষণ নিয়ে অসংবেদনশীল মন্তব্য করার পর শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন কর্ণাটক বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার তথা কংগ্রেস বিধায়ক রমেশ কুমার। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় তাঁর ধর্ষণ সংক্রান্ত মন্তব্যের জন্য কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক রমেশ কুমারের নিন্দা করেন। এদিকে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে রমেশ কুমার বলেন, 'আমি বিধানসভায় যে বক্তব্য রেখেছিলাম, তাতে যদি সমাজের কোনও অংশ, বিশেষ করে নারীরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে দুঃখ প্রকাশ করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রমেশ কুমার বিধানসভার স্পিকারের উদ্দেশে অধিবেশনে বলেন, 'একটা কথা আছে যে ধর্ষণ অনিবার্য হলে শুয়ে পড়ুন এবং উপভোগ করুন। আপনি যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন ঠিক সেটাই।' কংগ্রেস বিধায়করা তাদের নির্বাচনী এলাকায় বৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছিলেন তখন বিধানসভায় হট্টগোল হচ্ছিল। স্পিকার বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরি সেই সময় বিধানসভায় বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সেই সময় কুমার এই মন্তব্য করে বলেন, এই বিষয়টা হেগড়ের উপভোগ করা উচিত।

প্রসঙ্গত, কুমার নিজে বিধানসভার স্পিকার থাকাকালীন ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে আগেও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, 'আমার অবস্থা ধর্ষিতার মত হয়ে গেছে। ধর্ষণ মাত্র একবার হয় এবং আপনি সেটিকে ছেড়ে দিলে তা সময়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু যখন অভিযোগ করা হয় এবং অভিযুক্তকে জেলে পাঠানো হয়, তখন তদন্ত চলাকালীন একাধিক বার ধর্ষিত হতে হয়।'

যুবক

● আটের পাতার পর

উল্লেখ্য রাত দুটোয় চুড়াইবাড়ি থানায় একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় থাকলেও দুষ্কৃতীদের একজনকে তারা চিনে ফেলেছে। তার নাম আব্দুল মতিন ,পিতা বুটু মিয়া ,বাড়ি দক্ষিণ শনিছড়া এক নম্বর ওয়ার্ডে। রাজ্যে এডিসি নির্বাচনের পর তিপরামুথা স্বশাসিত জেলা পরিষদ দখল করার পর পাহাড়ে চূড়ান্ত দুর্নীতি চলছে। কাজ নেই ,খাদ্যের অভাবে লোক দুর্বৃত্তপনা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

নাম সাগর নম, বাড়ি উদয়পুর পালাটানা কাকড়াবন এলাকায়। যুবতীর নাম জানা যায়নি। বাইক চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

ক্ষতিগ্রস্ত

● প্রথম পাতার পর

তবে কিভাবে আগুন লেগেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। আগুনের খবর এ মুহূর্তে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি। হঠাৎ করে কিভাবে আগুন লাগলো তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যদিও আগুন বেশি বড় হতে পারে নি। অল্পেতে রক্ষা পায়। কেননা এখানে আরো অনেক দোকানপাট রয়েছে। খবরে দ্রুত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা কল্যাণপুর এলাকায়।

স্বর্ণালী ত্রিপুরার

● প্রথম পাতার পর

হবে। তাঁর কথায়, ভিশন ডকুমেন্ট বাস্তবায়নে কৌশল সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্ণয় করতে হবে। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে দুই দিনের কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হবে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে খসড়া প্রস্তাব তৈরী হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা এবিষয়ে আলোচনা করেছে। তবে, খসড়া প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিক, বিশেষজ্ঞদের মতামত জানতেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন মুখ্য সচিব কুমার অলক উন্নয়নের সদুরপ্রসারী দীশা নির্ণয় খুবই জরুরি। কারণ, যুগের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর কথায়, লক্ষ্য স্থির করা খুবই জরুরি। তবেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি অতীত দিনের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, নব্বয়ের দশকে এজি অফিসে কম্পিউটার ইনস্টল করার সময় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছিল। কারণ, ওই সময় একটা অংশ কম্পিউটারের বিরোধিতা করছিল। কিন্ত, আজ সকলের পকেটে কম্পিউটার রয়েছে। তাই, আজ নেওয়া সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ২৫ বছর বাদে সাফল্য কিভাবে মিলবে তার দীশা এখনই স্থির করতে হবে। তাঁর মতে, ভিশন ২০৪৭ ডকুমেন্ট শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র রাজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২৫ বছর ত্রিপুরা কোথায় পৌঁছাবে তার দীশা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্য সচিবের দেওয়া ১৯৯১ সালের ত্রিপুরার পরিস্থিতির বর্ণনা শুনে নিশ্চিত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, খুবই কঠিন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আপনাদের সম্মিলিত প্রয়াসে সেই কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ২৫ বছরের রূপরেখা তৈরী হবে। ২০৪৭ সালে ত্রিপুরা কোথায় পৌঁছাবে সেই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, ব্যক্তির বদল সম্ভব, কিন্ত পদ একই স্থানে রয়ে যাবে। তাই, ত্রিপুরাকে ২৫ বছর বাদে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পদাধিকারীকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের কর্মজীবন থেকে ১ ঘন্টা করে সময় চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন জরুরি। সেই হিসেবে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ খুবই প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, কোন কাজ বাস্তবায়নে একাধিকবার স্বাক্ষরের প্রয়োজন রয়েছে। তাতে, অযথা কাজে বিলম্ব হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাকে বদলানোর খুবই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কাজে নিয়মের জালে বাধা সরাতে হবে। প্রশাসন পরিচালনায় সরলীকরণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর সাফ কথা, সমস্ত দফতর থেকে ওই বাধা সরাতে হবে। কারণ, ইংরেজ আমলের ব্যবস্থা এখনো প্রশাসনে বিদ্যমান। তাঁর কটাক্ষ, শাসন করার জন্য তাঁরাই বাধা তৈরী করেছিল। ভারত স্বাধীন হলেও, সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়নি।

তাঁর বক্তব্য, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সেই বাধা দূর করতে হবে। তবেই, কম সময়ে সরকারী সুবিধা অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তাঁর পরামর্শ, সাহসী পদক্ষেপে ভয় পাবেন না। কারণ, ভয় থেকে কিছুই প্রাপ্তি হয় না, বরং মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। তিনি বলেন, ত্রিপুরার অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারী সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে হবে। সেই লক্ষ্যে, কাজের সাথে মানুষের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। তাঁর দাবি, মানুষের সাথে যোগাযোগের অভাবেই সরকারের নানা সাফল্য সত্ত্বেও অপপ্রচার চলছে সমানে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এমনও আধিকারিক রয়েছেন সরকারী কাজের প্রচার ঠিকভাবে করেননি, ফলে আজ ত্রিপুরা সরকার সমালোচিত হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, অপপ্রচার আটকাতে আধিকারিকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

এদিকে, আজ মুখ্যমন্ত্রী সময়ের কাজ সময়ে সমাপ্ত না হলে ঠিকেদারদের বিরুদ্ধেও জরিমানা করার ব্যবস্থা আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আক্ষেপ, ছয় বছর ধরে দ্বিতল বিশিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন নির্মাণের কাজ চলছে। তাই, দরপত্র আহবান প্রক্রিয়ায় ঠিকেদারদেরও জরিমানার ব্যবস্থা রাখতে হবে, বলেন তিনি।

দাবীও উঠল

● প্রথম পাতার পর

আইন শৃঙ্খলা উন্নতি ছাড়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা সম্ভব নয় আমাদের জনজাতিগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত। গতকালকের মুলুঙের ঘটনার জন্য তিনি লজ্জিত বলে মন্তব্য করেন। বিরোধী দলের সদস্য বিমল চাকমা বলেন এডিসি ৩ নং ই ধারা মতে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতেই হবে। নির্বাচন করতে এডিসি প্রশাসনকে আইন তৈরী করার প্রস্তাব করেন তিনি।

প্রয়োজনে তিনি শাসক বিরোধীদল এবং মনোনীত সদস্যদের নিয়ে যৌথ কমিটি গঠন করার ও প্রস্তাব করেন। যৌথ কমিটি দেশের বিভিন্ন এডিসি এলাকায় কিভাবে তৃর্ণমূল পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়। সে বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নিতে পারেন। মনোনীত সদস্য বিদ্যোৎ দেববর্মা বলেন রাজ্য সরকার ভিলেজ কমিটির উন্নয়নের অর্থ বন্ধ করে দেয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। গোয়াতে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচন না করায় সেখানে উন্নয়ন কাজের অর্থ প্রদান কেন্দ্র সরকার বন্ধ করে দিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নীতি আয়োগের মত এখন অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের জন্য অর্থ মঞ্জুর করে না। নির্বাচিত কমিটিগুলোকে ১৫তম অর্থ কমিশন অর্থ মঞ্জুর করে থাকে বলে তিনি জানান ।

মুঙ্গিয়াকামীতে

● প্রথম পাতার পর

গিতারানি নামের অপর দুটি হাতি রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে তাদেরও মুঙ্গিয়াকামিতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর হাতি শূন্য হয়ে পড়বে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য মোট চারটি হাতি ছিল আজ দুটি হাতি মঙ্গিয়াকামীতে নিয়ে যাওয়া হয় বাকি দুটি কেউ এখান থেকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা যায়। হাতি গুলো সিপাহীজলা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খোয়াই সহ বনদপ্তর এর বিভিন্ন আধিকারিক তথা ডিএফও ডঃ নিরাজ কুমার চঞ্চল, সিপাহীজলা জো ডাইরেক্টর এম. ভেঙ্কটেশরম এবং সিপাহীজলা ডিএফও জয়া রাগুল জেশান (আইএফএস) উপস্থিত হন সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে।

সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

গীতিকারও। হাজার হাজার গান লিখেছেন তিনি। বহু গান রেকর্ড হয়েছে-সৎসঙ্গীদের ঘরে ঘরে তাঁর রচিত গান, কীর্তন সৎসঙ্গ ও উৎসবাদিতে পরিবেশিত হয়।

তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুরের পৌত্র। তাঁর পিতা শ্রীশ্রী অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী(শ্রীশ্রী বড়দা) ছিলেন সৎসঙ্গের প্রথম প্রধান আচার্যাদেব। তাঁর মহাপ্রয়ানের পর তিনি সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য্যদেবের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর প্রয়ানে সৎসঙ্গের একটি যুগের অবসান হল।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শোক বার্তা ঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার শুক্রবার এক শোক বার্তায় বলেন, 'সৎসঙ্গের আচার্য্যদেব শ্রী শ্রী দাদা প্রয়াত হয়েছেন জেনে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। আমি আচার্য্যদেব মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

হুশিয়ারী

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আন্দোলনকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ব্যাংক ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী আগরতলা শহরের সর্বত্র ব্যাংকের শাখা গুলি বন্ধ থাকায় সাধারণ ভোক্তারা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানে উভয়পক্ষকে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ভোক্তা সাধারণের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

না করলে পুনরায় আন্দোলনে বলে ত্রিপুরামথার পক্ষ থেকে জানান।পাশাপাশি ছামনু পুর্তদপ্তর এবং জনস্বাস্য দপ্তরের অধীন কাজ কর্মে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে কোন কাজকর্মের তদন্ত হচ্ছেনা বলে অভিযোগ উঠেছে।

খেলাধুলা

কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করার ডাক দিচ্ছেন কপিল

বিরাট কোহলি সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে এসে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে থেকে যেতে কেউ অনুরোধ করেননি। ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার বিপরীত কথা বলেছেন বিরাট। এমনকি ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক এও জানিয়েছেন, দল ঘোষণার দেড় ঘণ্টা আগে কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই বিরাটকে জানানো হয় তাঁকে আর ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক হিসেবে রাখাহচ্ছে না।বিরাটের প্রতিক্রিয়ার পর থেকেই উত্তাল গণমাধ্যম। ভারতীয় বোর্ড কর্তাদের উদ্দেশ্যে একের পর এক টুইট আসতে থাকে। প্রত্যেকেই সত্য জানতে চান। বিরাট নির্দধিায় নিজের বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড এখনও তার জবাব দেয়নি। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ। তিনি মনে করেন, প্রকাশ্যে এ ধরনের মন্তব্য না করলেই পারতেন বিরাট ও সৌরভ। তা ছাড়া আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ হওয়ার আগে এ ধরনের ঘটনা ক্রিকেটারদের মনোবল নষ্ট করে দিতে পারে বলেই মনে করেন কপিল।বৃহস্পতিবার এবিপি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কপিল বলেছেন, "প্রকাশ্যে কারও উপর আঙুল তোলা উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে তো একেবারেই নয়। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ শুরু হতে চলেছে। সেটা নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করা হোক।" তিনি আরও বলেন, "বোর্ড প্রেসিডেন্টকে যেমন সবাই সম্মান করে, ঠিক ততটাই মর্যাদা রয়েছে ভারতীয় অধিনায়কের। সৌরভ ও কোহলি যে একে অন্যের নামে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে চলেছে, এটা একেবারেই ঠিক না। ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষতি হতেই পারে।কপিলের অনুরোধ, সত্যটা সবার সামনে আসবেই। তার আগে থেকে কেন কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে? কপিলের বক্তব্য, "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনুক দু'জনে। দেশের কথা ভাবুক। কে সত্যি বলছে, কেই বা মিথ্যে সেটা প্রকাশ্যে আসতে দেরী হবে না। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য করে বিতর্ক সৃষ্টি করার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না।" কিংবদন্তি সুনীল গাওস্করও এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন, অবিলম্বে বোর্ড তাদের বক্তব্য জানাক। ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের তা জানার অধিকার আছে।কপিল কারও পক্ষে কথা না বললেও অভিজ্ঞ লেগস্পিনার অমিত মিশ্র পাশে দাঁড়ালেন কোহলির। ওয়ান ডে দলের নেতৃত্বের পদ থেকে বিরাটকে কেন সরিয়ে দেওয়া হল, প্রশ্ন রয়েছে অমিতেরও। তিনি মনে করেন, বিরাটকে এক বার জানানো উচিত ছিল কেন তাঁর অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অমিত মিশ্র চান, অবিলম্বে বোর্ড যেন এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়।অভিজ্ঞ লেগস্পিনার জানিয়েছেন, এ রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। বোর্ড ও ক্রিকেটারদের মধ্যে ঠিক মতো বোঝাপড়া না থাকায় এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে অমিত বলেছেন, "আগেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। এটা নতুন কিছু নয়। একজন ক্রিকেটার যে দেশকে গর্বিত করেছে, দেশের জন্য একের পর এক সেঞ্চুরি করেছে, তার অন্তত জানা উচিত, কেন নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হল?" যোগ করেন, "একজন ক্রিকেটারের জানা উচিত, কোথায় সে পিছিয়ে পড়ছে? কী করলেউন্নতি হবে?"বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মধ্যে কোনও ঝামেলা আছে বলেও মনে করেন না অমিত। বলেছেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে দু'জনই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। দু'জনের মধ্যে বরাবরই ভাল বোঝাপড়া লক্ষ্য করেছি। দেশের জন্য একশো শতাংশ উজাড় করে দেয় ওরা। অধিনায়ক হিসেবে বিরাট সত্যি খুব ভাল কাজ করেছে। এ বার রোহিতের সামনে একটা বড় সুযোগ নিজেকেপ্রমাণ করার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোহলীদের জন্য কঠিন জৈবদুর্গ

এই বছরের মাঝামাঝি ভারতীয় দলে একাধিক সদস্যের করোনা সংক্রমণ বা তাঁদের সংস্পর্শে আসার কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজই শেষ করা সম্ভব হয়নি। একটি টেস্ট বাকি রয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাতে তেমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, আগে থেকে সাবধানী সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড।বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে গিয়েছেন বিরাট কোহলীরা। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ। ইতিমধ্যেই জৈবদুর্গে ঢুকে পড়েছে ভারত। সেই নিয়ম কিছু দিন আগে শিথিল করলেও ফের কঠিন জৈবদুর্গ তৈরির সিদ্ধান্তই নিল দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড।তবে সেই কঠিন নিয়মও আগের থেকে অনেকটাই শিথিল। নতুন নিয়ম অনুযায়ী জৈবদুর্গে থাকার সময় কারও যদি করোনা হয় তা হলে তাঁর সংস্পর্শে আসা কাউকেই নিভৃতবাসে যেতে হবে না। তিনি অনুশীলনও করতে পারবেন। যাঁর করোনা হয়েছে, তাঁকেও জৈবদুর্গ ছেড়ে যেতে হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ডের চিকিৎসক বলেন, 'জৈবদুর্গের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন প্রত্যেকেই টিকা নিয়েছেন। কেউ সংক্রমিত হলে তাঁকে নিভৃতবাসে পাঠানো হবে। সংস্পর্শে আসা ক্রিকেটাররা অনুশীলন করতে পারবে, খেলতে পারবে, তবে তাদের নিয়মিত করোনা পরীক্ষা করা হবে।অক্টোবরের পর করোনার নিয়ম আরও শিথিল করে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড। সেই নিয়মকেই আরও কিছুটা কঠিন করল তারা। করোনাভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রনের জন্যই এমন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।ভারতীয় দল যদিও এর থেকে বেশি কঠিন নিয়মের মধ্যে সময় কাটিয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডে।

দুবাইতে আইপিএল এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ও জৈবদুর্গ ছিল বেশ কঠিন।

কোভিডের হানা, বাতিলই হয়ে গেল পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দিনের সিরিজ

আশঙ্কাই সত্যি হল। কোভিডের কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দিনের সিরিজ শেষ মেশ বাতিলই হয়ে গেল। শনিবার থেকে সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। জানা গিয়েছে, পরের বছর জুলাইয়ে এই সিরিজ খেলা হবে।পাকিস্তানে আসামাত্রই করোনায় আক্রান্ত হন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ক্রিকেটার এবং একজন সাপোর্ট স্টাফ। সেই ধাক্কা সামলে নিলেও, বৃহস্পতিবার ফের কোভিড হানা দেয় তাদের শিবিরে। এমন অবস্থা হয় যে টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ বাতিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই ম্যাচ কোনও মতে আয়োজন করা গেলেও এক দিনের সিরিজ নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া হল না।বৃহস্পতিবার সকালে ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে ২১ জনের করোনা পরীক্ষা হয়। প্রত্যেকে নেগেটিভ আসার পরেই তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এক দিনের না করার সিদ্ধান্ত নেন দু'দেশের বোর্ডকর্তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজও চাইছে তাদের সেরা ক্রিকেটারদের দিয়েই নামতে।ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের প্রত্যাখ্যানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ রাজি হয়েছিল পাকিস্তানে এসে খেলতে। কিন্তু কোভিডের প্রকোপে খুব বেশিদিন ঘরের মাঠে ক্রিকেট দেখার সুযোগ পেলেন না পাকিস্তানের সমর্থকরা।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও ড্র এটিকে মোহনবাগানের টানা চার ম্যাচ জয়হীন সবুজ-মেরুন

আইএসএল-এ টানা চতুর্থ ম্যাচে আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ৩-৩ ড্র করল তারা। কলকাতা ডার্বির পর এখনও জয়ের দেখা নেই সবুজ-মেরুনে। টানা তিন ম্যাচে হারের পর ড্র করল বেঙ্গালুরু এফসি। তারা নবম স্থানে। অন্যদিকে, ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে নেমে গেল এটিকে মোহনবাগান।ম্যাচের আগে রক্ষণ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে তাঁকে ডোবাল রক্ষণই। ভুল জায়গায় ট্যাকল, সঠিক লোককে মার্কিং না করা-সহ একাধিক ভুল করেছেন সবুজ-মেরুন ডিফেন্ডার। দায় এড়াতে পারেন না দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার তিরিও।খেলার প্রথম থেকেই আক্রমণ শুরু করে এটিকে মোহনবাগান। প্রথমেই রয় কৃষ্ণ একটি সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেননি। যদিও তিনি সেই সময় অফসাইডে ছিলেন। তবে বেঙ্গালুরুর রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন। কর্নার থেকে বেঙ্গালুরু বক্সে বল ভাসান হুগো বুমোস। দুরন্ত হেডে গোল করেন শুভাশিস। বিপক্ষ গোলকিপার গুরপ্রীতের কিছু করার ছিল না।তবে সমতা ফেরাতে বেশি সময় লাগেনি বেঙ্গালুরুর। তিন মিনিট পরেই শুভাশিস ফাউল করেছিলেন বক্সে। পেনাল্টি থেকে বেঙ্গালুরুর হয়ে সমতা ফেরালেন ক্লেটন সিলভা। এরপর আক্রমণের ঝড় তুলেছিল বেঙ্গালুরু। তার পুরস্কারও পায় তারা। ৯ মিনিট পরেই দলকে এগিয়ে দেন কাশ্মীরের ফুটবলার দানিশ ফারুক। তাঁর গোলে যেন অনেকটা শুভাশিসেরই ছায়া। একই ভাবে কর্নার থেকে হেড করে এটিকে মোহনবাগানের জালে বল জড়ালেন। তাঁকে সবুজ-মেরুনের কোনও ডিফেন্ডারই মার্ক করেননি।

শেষ আটে সিন্ধু বনাম তাই জু

বিশ্বখেতাব ধরে রাখার দৌড়ে আর একটা বাধা অতিক্রম করলেন পুসারলা বেঙ্কট সিন্ধু। ভারতীয় তারকা বৃহস্পতিবার স্ট্রেট গেমে হারিয়ে দিলেন তৃতীয় বাছাই তাইল্যান্ডের পর্নপাউয়ি চোচুয়ংকে। বিশ্বের সাত নম্বর সিন্ধু জিততে নিয়েছেন ৪৮ মিনিট। ফল ২১-১৪, ২১-১৮। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠায় স্পেনের ওয়েলবায় আর মাত্র তিনটি ম্যাচ জিতলেই তিনি আবার বিশ্বসেরা হবেন।এই নিয়ে আটবার চোচুয়ংয়ের বিরুদ্ধে খেলে পাঁচ বার জিতলেন সিন্ধু। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও এ বার তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ষষ্ঠ বাছাই। এ দিনের জয় যথেষ্ট কৃতিত্বের তার কারণ এ'মরসুমে তিনি তাই তারকার কাছে দু'বার পরাজিত হন। একবার এ'মাসেই ওয়ার্ল ট্যুর ফাইনালসে। তার আগে গত মার্চে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে। এক অর্থে স্পেনে এ দিন বদলাই নিলেন সিন্ধু।কোয়ার্টার ফাইনালে গোপী চন্দের ছাত্রীকে অবশ্য খুবই কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। তাঁকে খেলতে হবে চিনা তাইপেইয়ের তাই জু ইংয়ের বিরুদ্ধে। যিনি শুধু এই প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই নন, এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রমতালিকার এক নম্বর খেলোয়াড়ও।

সংক্রমণে জেরবার লা লিগাও

করোনা সংক্রমণে জেরবার ইউরোপের ফুটবল মহল। সংক্রমণ ছড়িয়েছে লা লিগাতেও। জানা গিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের চার ফুটবলার ও এক টেকনিক্যাল সহকারী সংক্রমিত হয়েছেন।করোনা আক্রান্ত হলেন রোমেলু লুকাকু-সহ চেলসির প্রথম সারির বেশ কয়েক জন ফুটবলার। জানা গিয়েছে থোমাস টুহলের দলের চার ফুটবলার মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত। বৃহস্পতিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চেলসির খেলা ছিল এভার্টনের বিরুদ্ধে। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের নিকটবর্তী হোটেলে আসার পরে চেলসি দলের প্রথম একাদশের ফুটবলারদের করোনা পরীক্ষা হয়। ধরা পড়ে লুকাকু, ক্যালাম হাডসন-ওডোই, টিমো ওয়ের্নার এবং আহত বেন চিলওয়েল আক্রান্ত। ফলে এই চার জনকে বাদ দিয়েই এভার্টনের বিরুদ্ধে খেলতে নামে চেলসি দল। আশঙ্কা করা হচ্ছে কাই হাভার্ৎজের দেহেও সংক্রমণ রয়েছে। তবে তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। এদের বাদ দিয়েই তাই এভার্টনের বিরুদ্ধে মাঠে নামে চেলসি।এ দিকে, সপ্তাহান্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরও কিছু ম্যাচ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিগ পরিচালন সমিতি। কারণটা অবশ্যই সেই করোনা সংক্রমণ। সপ্তাহান্তের সেই চার ম্যাচ হল শনিবারের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম ব্রাইটন ম্যাচ, বৃহস্পতিবারের টটেনহ্যাম বনাম লেস্টার সিটি ম্যাচ।

এশীয় হকিতে আজ সামনে পাকিস্তান, সতর্ক ভারত

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এ বার শুরুটা ভাল না হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই ছন্দে ফিরেছে ভারতীয় হকি দল। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করার পরে বাংলাদেশকে ৯-০ হারিয়েছেন মনপ্রীত সিংহেরা। শুক্রবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া ভারতীয় দল। তবে হকিতে পাকিস্তানের অতীত গৌরবের কথাও মাথায় থাকছে মনপ্রীতদের। তাই সতর্ক ভাবেই এগোতে চান তাঁরা।ভারতের রক্ষণে দারুণ ভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হরমনপ্রীত সিংহ। পাশাপাশি মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ দক্ষ হাতে সামলাচ্ছেন অধিনায়ক মনপ্রীত। আক্রমণে ললিত উপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত তিন গোল করেছেন। পাশাপাশি আকাশদীপ সিংহও গোল পেয়েছেন। তিনি টোকিয়ো অলিম্পিক্সের দলে ছিলেন না। তাই এই প্রতিযোগিতা তাঁর কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ।বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ছন্দে থাকলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হলে চলবে না। কারণ পাকিস্তানের যে রকম হকিতে ঐতিহ্য রয়েছে তা মাথায় রাখতে হবে আকাশদীপদের। যদিও সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানের হকি দলের মান পড়ে গিয়েছেঅলিম্পিক্সে তিনটি সোনা, তিনটি রুপো এবং দুটি ব্রোঞ্জ জিতেছে পাকিস্তান। আবার বিশ্ব হকিতে উঠে দাঁড়াতে মরিয়া তারা। বিশেষ করে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার পরে। তা ছাড়া ২০১৮ সালে এই প্রতিযোগিতায় ভারত এবং পাকিস্তানকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য ফাইনালভেস্তে যাওয়ায়। ভারত ও পাকিস্তান এশিয়ান গেমসে প্রথম সাতটি ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। সব মিলিয়ে মুখোমুখি হয়েছে ন'বার। পাকিস্তান জিতেছে সাতটি সোনা। ভারত দুটি। দুই দেশ ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে তিন বার অলিম্পিক্সে ফাইনালেও খেলেছে। তাতে ভারত সোনা জিতেছে দু'বার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রেগা ও টুয়েপে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে শ্রম কমিশনারের কাছে সিআইটিইউর গণডেপুটেশন। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন দপ্তরের মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সেগুলির অগ্রগতির বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ। আজ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় গত ৭ ডিসেম্বর পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলির পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব দেববর্মা জানান, বর্তমানে ১৮১টি জল সরবরাহের প্রকল্প চালুর জন্য তৈরি। এছাড়া আরও ২৮৮টি জল সরবরাহের প্রকল্প চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ১৬৭টি ট্রান্সফরমার বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি ট্রান্সফরমার শীঘ্রই বরাদ্দ করা হবে।

তিনি জানান, জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২০১৮ সালের মার্চের আগে রাজ্যে ৩ শতাংশ কভারেজ করা হয়েছিল। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এই প্রকল্পে আরও ২৯ হাজার নতুন পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে পানীয় জলের সংযোগের কভারেজ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে চিফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব দেববর্মা সভায় জানান।

সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের অধিকর্তা (টেকনিক্যাল) দেবাশিষ সরকার জানান, জল সরবরাহের প্রকল্পগুলি চালুর ক্ষেত্রে ১৮১টি ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ আগামী ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত আরও ২০০টি ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ আগামী ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে করা হবে।

পাশাপাশি পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের ৭২২টি স্মলবোর ডিপ টিউবওয়েল চালু করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজও চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নেওয়া সেমস্ত কর্মসূচিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ন করার উপর উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পর্যালোচনা সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

পেগাসাস নিয়ে বাংলায় তৈরি কমিশনের তদন্তে স্থগিতাদেশ সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : পেগাসাস নিয়ে রাজ্যের তৈরি কমিশনের তদন্তে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার আদালতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, রাজ্যের তৈরি কমিশনকে আপাতত তদন্ত বন্ধ রাখতে হবে। পেগাসাস-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন ভীমরাও লকুর এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য সরকারের কমিশন কাজও শুরু করে দিয়েছে।

কমিশনের তরফে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী সহ বেশ কয়েকজনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। প্রধান বিচারপতি রমানা, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চ কমিশনের তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে করা একটি আবেদনের শুনানি করছেন। কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বেঞ্চ। কীভাবে সমান্তরাল তদন্ত চলে, সেই প্রশ্নও তোলা হয়।

মামলাকারীর আইনজীবীর তরফে অভিযোগ করা হয়, শীর্ষ আদালতের তরফে তদন্ত কমিটি গঠন করার পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলাদাভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। আদালতের কোনও নির্দেশ ছাড়াই রাজ্যের তদন্ত কমিশন সমান্তরালভাবে কাজ চালাচ্ছে। রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বৃহস্পতিবার আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, শুক্রবার এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে।

ভারতে বিপ্লব নয় বিবর্তনের উপরই বিশ্বাস রাখতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে বিপ্লব নয়, বিবর্তনের প্রয়োজন। তাই বিবর্তনের উপরই বিশ্বাস রাখতে হবে। শুক্রবার সর্বভারতীয় মেয়র সম্মেলনে এই বার্তায় দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের যা কিছু আছে তা আমাদের অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে।' শুক্রবার সর্বভারতীয় মেয়র সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনের পর মেয়র সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও রাখেন প্রধানমন্ত্রী। বারাণসীতে আয়োজিত সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্যের মেয়ররাও এই সম্মেলনে অংশ নেন। এই সম্মেলনের থিম-নিউ আরবান ইন্ডিয়া।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'সমস্ত মেয়ররা নিজেদের কার্যকালে সমাজে বড় ধরনের অবদান রাখতে চান, আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন। কাশীতে আয়োজিত মেয়র সম্মেলনের অনেক সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের দেশের বেশিরভাগ শহরই ঐতিহ্যবাহী শহর, ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে উঠেছে। আধুনিকীকরণের এই যুগে এই সমস্ত শহরের প্রাচীনত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই বিবর্তনের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, ভারতে বিপ্লব নয়, বিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের যা কিছু আছে তা আমাদের অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে।'

সর্বভারতীয় মেয়র সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'প্রতি বছর নিজ নিজ শহরে আমাদের ৭ দিন নদী উৎসব পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে সমগ্র শহরকে যুক্ত করুন। এই উৎসবে নদীর পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে, বিশেষত্বের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাশীর গঙ্গা ঘাটে সমগ্র বিশ্বের পর্যটকরা আসেন। কাশীর অর্থব্যবস্থায় মা গঙ্গার বিরাট অবদান রয়েছে। আমাদের সকলকে আমাদের শহরের নদীর প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। আমাদের শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হোক, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিতে হবে।'

প্রবল শীতে কাঁপছে দিল্লি ও পঞ্জাব ঘন কুয়াশায় বেহাল জনজীবন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের শিরশিরানিতে কাঁবু হয়ে পড়েছে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির পাশাপাশি ঠাণ্ডায় জবুথবু অবস্থা পঞ্জাবের। শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে ফের পারদ-পতন হয়েছে। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই মরশুমে আরও একটি শীতলতম দিন উপভোগ করল রাজধানী। তবে, বায়ুদূষণ কমছেই না। দিন সকালে দিল্লিতে সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৩৯, যা ভীষণ খারাপ।

কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছে সমগ্র পঞ্জাব। ঠাণ্ডার পাশাপাশি ঘন কুয়াশায় দিল্লি ও পঞ্জাবে এদিন বিপর্যস্ত হয়েছে জনজীবন। এদিন পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ফতেহগড় সাহিবে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চন্ডীগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন ছিল ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, অমৃতসরে ৭.৩ ডিগ্রি ও পাঠানকোটে ৫.১ ডিগ্রি।

শুধুমাত্র দিল্লি ও পঞ্জাব নয়, শীত বাড়ছে হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানেও। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরে এই মুহূর্তে হাড় হিম করা ঠাণ্ডা পড়েছে। প্রবল শীত ও কুয়াশার কারণে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আমজনতাকে। ঠান্ডা এবং কুয়াশায় দৈনন্দিন কাজকর্মও শুরু হচ্ছে অনেক দেরিতেই। এদিন সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়।

যান দুর্ঘটনায় আহত পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে গাড়ি ও বাইক সংঘর্ষে আহত হল এক পরীক্ষার্থী। ঘটনা শুক্রবার সকাল এগারোটায় খোয়াই চেবরি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় আহত হয় তুলাশিখর রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রিয়েশ দেববর্মা।জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল এগারটায় রাজনগর এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে রিয়েশ দেববর্মা খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল।যাওয়ার পথে চেবরি বাজার সংলগ্ন এলাকায় আসতেই অপর দিক থেকে একটি গাড়ির রাস্তার বাঁক নিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীর বাইকের সাথে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে বাইক নিয়ে ছিটকে পরে রক্তাক্ত জখম হয়।স্থানীয়রাই আহতকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের বার্তা দিলেন বাইডেন

নিউইয়র্ক, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): "এ বারের শীতে আমরা টিকাহীনদের গুরুতর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।" করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে এমনই আতঙ্কের কথা শোনালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

আমেরিকা জুড়ে নতুন উদ্বেগের নাম ওমিক্রন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খুঁজে পাওয়া করোনার এই নতুন রূপটি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি বলে জানাচ্ছেন করোনাভাইরাস বিশেষজ্ঞেরা। কিন্তু যে টুকু জানা গিয়েছে, তাতেই উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে আমেরিকা সরকার মনে করছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে বাইডেনের পরামর্শ, "যাঁদের এখনও প্রথম টিকাটি নেওয়া হয়নি, তাঁরা দ্রুত নিয়ে ফেলুন। আর যাঁরা দু'টি টিকাই নিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা তৃতীয় বুস্টার টিকাটি নিয়ে নিন।"

আমেরিকা সরকারের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' (সিডিসি)-এর দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সে দেশে গড় দৈনিক সংক্রমণ ছিল ৮৬ হাজার। এখন তা বেড়ে ১ লক্ষ ১৭ হাজার হয়েছে। দৈনিক গড়ে মৃত্যু হচ্ছে ১,১১৫ জনের। ৩৫ শতাংশ সংক্রমণ বৃদ্ধির আবহে বাইডেন জানিয়েছেন, উদ্বেগের এই আবহে টিকাকরণই এক মাত্র পথ।

প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরের গোড়ায় ওমিক্রন প্রতিরোধে বুস্টার ডোজ ও টিকাকরণের উপরে জোর দিয়েছিলেন বাইডেন। ওমিক্রনের আতঙ্কে অযথা না-ঘাবড়ানোর কথা বলেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, "ওই স্ট্রেনটি ভেরিয়েন্ট অব কনসার্ন, ভেরিয়েন্ট অব প্যানিক নয়।" অর্থাৎ ভেরিয়েন্টটি উদ্বেগের কারণ বটে, তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

সম্প্রতি জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বৈঠকে আমেরিকা-সহ সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে করোনাভাইরাসের নতুন রূপকে 'সব চেয়ে উদ্বেগের কারণ' বলে বর্ণনা করা হয় ওই বৈঠকে।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুন সিংয়ের

ভোপাল, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স) : আজ শুক্রবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে কন্নুরে চপার দুর্ঘটনায় নিহত ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুন সিংয়ের। ভোপালে নিজ বাসভবন থেকে এদিন শোভাযাত্রা আকারে তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সহ রাজ্যের পদস্থ আধিকারিক এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার তার মৃতদেহ বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ভোপালে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার বাসভবনে সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। টানা আটদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গত বুধবার বেঙ্গালুরু কমান্ড হাসপাতাল বরুণ সিংয়ের মৃত্যু হয়। বরুণ সিং-কে ২০২০ সালে স্বাধীনতা দিবসে শৌর্য চক্রে ভূষিত করা হয়েছিল।

শনিছনায় দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত দুই যুবক, একজনকে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রামবাসীরা এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন। শনিছড়া বাজার থেকে জৈথাঙ এডিসি ভেলিজের টঙ ছড়ায় বসবাসকারী কিরেন্দ্র রিয়াঙ(বয়স ২২ বছর) পিতা-মৃত রিয়াদ রিয়াঙ, মাতা সাবিত্রী, তার ছোট ভাই ফিলিপ রিয়াং(১৭ বছর), সুভাষ রিয়াঙ(১৮ বছর) রুপেন রিয়াঙ(১৬ বছর) কে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পুষ্প পাড়া এলাকার মুখে, কালো কাপড় মুখে বেঁধে হাতে দা এবং রড নিয়ে দুষ্কৃতীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুভাষ এবং রুপেন কোনক্রমে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে পালিয়ে গ্রামে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা তাদের সাথে দৌড়ে আসলে দুষ্কৃতিরা কিরেন্দ্র এবং ফিলিপকে প্রচন্ডভাবে মেরে ফেলে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।

কিরেন্দ্রের দুটি এটিএম কার্ড, একটা এন্ড্রয়েড মোবাইল, হাতের ঘড়ি, সোনার চেইন এবং ব্যাংক থেকে যে টাকা তুলেছে সব নিয়ে পালিয়ে যায়। কত টাকা এটিএম থেকে তোলা হয়েছিল তা কেউ বলতে পারছে না। উল্লেখ্য কিরেন্দ্র পরিবারের স্বার্থে রোজগারের জন্য ব্যাঙ্গালোরে থাকে। বর্তমানে কয়েক দিন হয়েছে সে বাড়িতে এসেছে।

বাড়িতে একটি নতুন দালানবাড়ি বানাচ্ছে। এই দালান বাড়ি বানানোর জন্য শনিছড়া এটিএম-এ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টাকা তুলতে গিয়ে ছিল। গ্রামবাসীরা কিরেন্দ্র এবং ফিলিপকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে উদ্ধার করেন শনি ছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা খারাপ দেখে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করে। সেখানেই ফিলিপ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। কিরেন্দ্র এর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতাল প্রেরণ করা হয়েছে। তাদেরকে দেখতে শুক্রবার সকালে ধর্মনগর এর উত্তর জেলা হাসপাতাল ভিড় জমে যায়।

এলাকাবাসীরা জানায় কিরেন্দ্র ভালো ছেলে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকার শেডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি , বিলোনিয়া, ১৭ই ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া বি সি নগর ব্লকের নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর পঞ্চায়েতের অধীনে কদমতলা বাজার এলাকায়- শুক্রবার বিকেলে নবনির্মিত বেকার শেডের উদ্বোধন করেন বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। উপস্থিত ছিলেন বি সি নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সহ অন্যান্যরা। বাজার এলাকায় দীর্ঘ বৎসর যাবত দোকান সেড নির্মাণের চাহিদা পূরণের জন্য বহুবার পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল কদমতলা বাজার এলাকার স্থায়ী ব্যবসায়ীদের। দীর্ঘ বৎসর পর- ছাদ দেওয়া পাকা দোকান ঘরের চাবি হাতে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এলাকার দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা।

যুব মোর্চার উদ্যোগে ডোর টু ডোর কর্মসূচি দক্ষিণ চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।। শুক্রবার চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণ সংঘ এলাকায় ডোর টু ডোর কর্মসূচি করেন চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চা। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মার নির্দেশেই চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চা কর্মীরা ডোর টু ডোর কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার চড়িলাম মন্ডলের ২২নং বুথে ডোর টু ডোর কর্মসূচিতে ছিলেন চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তর এর সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ, উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডলের বিজেপির মুখপাত্র লিটন নাথ, চড়িলাম মন্ডলের মন্ডল সদস্য দীপক ভৌমিক, দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমল দেবনাথ, এছাড়াও যুব মোর্চার কার্য কর্তারা। ডোর টু ডোর কর্মসূচিতে গিয়ে বর্তমানে ওই এলাকার জনগণের রাজ্যের বিজেপি সরকারের ৪ বছরে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন এবং আগামী দিনে কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন সে সমস্ত বিষয়গুলি কে নিয়ে আলোচনা করেন। ডোর টু ডোর কর্মসূচিতে গিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ তিনি সাক্ষাতে বলেন বর্তমানে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন উনার নির্দেশে চড়িলাম যুব মোর্চা কার্য কর্তারা বাড়ি বাড়ি এসে ডোর টু ডোর করছেন। কারণ উনার নির্দেশেই চড়িলাম ব্লক এলাকার জনগণের কি কি সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন রাজ্য সরকারের ৪ বছরে কী কী সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন আগামী দিনে নিজের উন্নয়নে এবং গ্রামের উন্নয়নের কি কি ধরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলি কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যুব মোর্চার কার্য কর্তারা কথা বলছেন জনগণের সাথে।

ভারতীয়দের হৃদয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে ঃ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর।। প্রতি ভারতীয়দের হৃদয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বললেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। একইসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। শুক্রবার ভারতীয় সম্প্রদায় এবং ঢাকায় ভারতীয় বন্ধুদের জন্য এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই অনুষ্ঠানে রামনাথ কোবিন্দ বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের এই ঐতিহাসিক ৫০ তম বছরে ঢাকায় আসতে পেরে আমি আনন্দিত। একজন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করার আনন্দ ও সম্মানের পাশাপাশি, বাংলাদেশের জনগণের উষ্ণতা ও ভালবাসা আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করার ঠিক আগেই আমি ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির থেকে ফিরেছি, যেখানে আমার সংস্কারকৃত মন্দির উদ্বোধন করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি একে মা কালীর আশীর্বাদ হিসেবে দেখি। আমাকে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ-ভারতের সরকার ও জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত মন্দিরটি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে। দখলদার বাহিনীর হাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত হয়। এই মন্দিরটি ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতীক। এটি আমার বাংলাদেশ সফরের একটি শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ আরও বলেছেন, 'ভারতীয়দের হৃদয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আমাদের রয়েছে আত্মীয়তা, ভাগাভাগি করা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রাচীন বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে রচিত এক অনন্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্ক দুই দেশের বিচক্ষণ নেতৃত্বের দ্বারা লালিত হচ্ছে।' রামনাথ কোবিন্দের কথায়, 'আমি শ্রদ্ধা জানাই সেই সমস্ত হাজার হাজার নারীর প্রতি যাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয়েছিল এবং অসহায় বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি, শুধু সম্মানজনক জীবনযাপন করার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যাদের কোনও দোষ ছিল না এবং যাদের নির্যাতিত করা ও হত্যা করা হয়েছিল।'

ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে, উভয় দেশের নেতৃত্বই জানে আমাদের প্রবৃদ্ধির গতিপথ পরস্পর সংযুক্ত এবং সম্পদ ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হল টেকসই উন্নয়নের মূলমন্ত্র। দুই সরকার আমাদের অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলোকে শক্তিশালী ও মজবুত রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। আমি এটা জেনে আনন্দিত যে, আমাদের উভয় পক্ষ আমাদের প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং পরিবেশ-বান্ধব করার জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি সবুজ শক্তি এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিশাল সম্ভাবনা দেখছি।' প্রসঙ্গত, তিন-দিনের বাংলাদেশ সফর শেষে এদিনই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

চাকরীর দাবীতে এএনএম এবং এমপিডব্লিও পাস করা বেকাররা স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।